Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ

PRESENTED

11/277

LIBRARY
No. 11/277
Sri Sri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

কলিকাতা

১৩৬৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 22/299
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ

PRESENTED

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

LIBRARY
No. 22/277
Shri Shri Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীনিখিলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

কলিকাতা
১৩৬৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :
শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়
সেক্রেটারী, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
৩নং গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

মুদ্রাকর :
শ্রীনিমাই চরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস
৭১।এ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

গ্রন্থ লিখন :
৩রা চৈত্র, ১৩৩৫
প্রথম প্রকাশন :
বৈশাখী পূর্ণিমা
১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য : এক টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশংকর সরকার

গ্রন্থকার কর্তৃক

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের

সহধর্মিণী

শ্রীমতী পুষ্পরাণী দেবীর

প্রতি

আশীর্বাদ জ্ঞাপন স্বরূপ

এই গ্রন্থখানি

উৎসর্গীকৃত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ২১/২৭৭
... Anandamayee Ashram

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী ভক্তগণের মধ্যে অন্যতম। গ্রন্থকারের সহিত দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনস্বরূপ গ্রন্থকার তাঁহার জীবন-ইতিহাসের কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা দেবেন্দ্রনাথের জীবন-চরিত নহে; দেবেন্দ্রনাথের জীবনের কয়েকটী বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য দার্শনিক গ্রন্থকার তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী-দ্বারা দেখাইয়াছেন।

তিনি প্রসঙ্গক্রমে 'সুষুপ্ত কবিত্বশক্তি', 'ঠাকুর ও স্বামিজী', 'কবি কাহাকে বলে', 'কদরদান' প্রভৃতি বিষয়বস্তুর যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা আমাদের এক নূতন পথের সন্ধান দেয়।

আলোচ্য গ্রন্থের কিয়দংশ ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রাণেশকুমার কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত 'মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ' নামক জীবনীতে পরিশিষ্টরূপে ১৩৩৭ সালে বাহির হয়। তিনি উক্ত নিবন্ধের পুনর্মুদ্রণ ইত্যাদির স্বত্ব আমাদের দান করিয়াছেন। তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের ছবিখানির ব্লক আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়ের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রাপ্ত হইয়াছি; তাঁহাদেরও আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার
LIBRARY
No.........

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ২৪শে পৌষ, বাং ১২৫০ সালে যশোহর জেলার অন্তঃপাতী নড়াইল মহকুমার অধীন জগন্নাথপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীপ্রসন্ননাথ মজুমদার, মাতা শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবী।

* * *

২৭ বৎসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ বিবাহ করেন। ১৩০৬ সালে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়।

* * *

৪১ বৎসর বয়সে (বাং ১২৯১ সালে) দেবেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসেন এবং ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে পরিগণিত হন। দেবেন্দ্রনাথ কিছুদিন মিনার্ভা থিয়েটারে কোষাধ্যক্ষের কর্ম করেন; পরে মহাকবি গিরীশচন্দ্র তাঁহাকে নিজ লিপিকার রূপে নিযুক্ত করেন। গিরীশ-চন্দ্রের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ নাটকের লিপিকার হইতেছেন দেবেন্দ্রনাথ।

* * *

১৩০৭ সালে কলিকাতার ইণ্টালী পল্লীতে দেবেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বৎসর বায়ু-পরিবর্তনের জন্য মীরাটে গমন করেন। তথায় অনেক ব্যক্তি তাঁহার ভক্ত হন। দেবেন্দ্রনাথ অনেকগুলি ধর্মসঙ্গীত রচনা করেন। সেইগুলি 'দেবগীতি' নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

* * *

৬৮ বৎসর বয়সে (২৭শে আশ্বিন, বাং ১৩১৮ সাল) উপরোক্ত অর্চনালয় আশ্রমে দেবেন্দ্রনাথ পরলোকে গমন করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবেনবাবু আমাকে নিরতিশয় স্নেহ করিতেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিতেন। আমিও দেবেনবাবুকে সেইরূপ ভালবাসিতাম ও শ্রদ্ধাভক্তি করিতাম। আমার সেই ভালবাসা ও শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করিবার জন্য পুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ তাঁহার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিপিবদ্ধ হইল।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
Shri Ma An... ...ayee Ashram
BANARAS

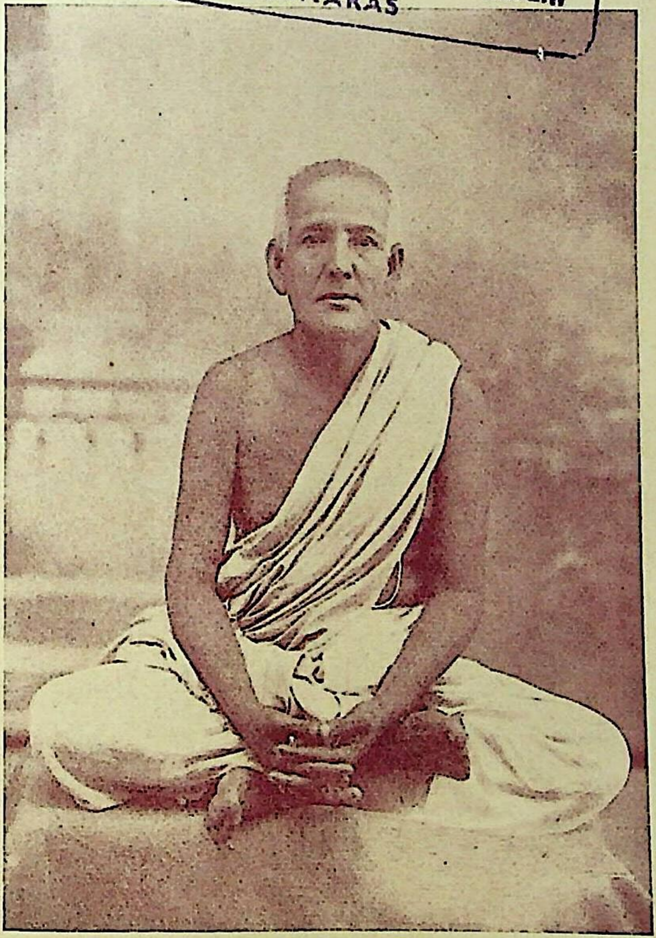

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED
Shri Shri ... LIBRARY No. ... BANARAS ...mayee Ashram

ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ

মহাপুরুষদিগের জীবনে এইটী দেখিতে পাই যে, কাহারও শক্তি জীবনের প্রথমেই প্রস্ফুটিত বা বিকশিত হয়। অল্প-দিনের মধ্যেই ইঁহারা নিজের প্রতিভাবলে নানাবিধ কার্য করিয়া জগতের বহুবিধ কল্যাণ সাধন করিয়া ইহধাম হইতে চলিয়া যান। ইহাকে বলে early development বা জীবনের প্রথমাবস্থায় শক্তির বিকাশ। কিন্তু অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে, ভিতরের মহতী শক্তি থাকিলেও বাহ্যিক নানা-কারণবশতঃ সেই শক্তি প্রস্ফুটিত বা বিকশিত হইবার কোন উপায় থাকে না। জীবনের প্রথম অবস্থাটা সাধারণ লোকের ন্যায় নগণ্য হইয়া থাকে। কেবলমাত্র তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এইসকল লোকের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাইয়া থাকেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনের প্রশংসা করিয়া যান। তবে সাধারণ লোকের নিকট ইঁহারা নগণ্য হীন লোক বলিয়া প্রতীত হন। কিন্তু কালক্রমে যখন সময় আসে, নানাবিধ অন্তরায় কিঞ্চিৎ বিদূরিত হয়, সেই সময় অন্তর্নিহিত সুষুপ্ত শক্তি প্রজ্বলিত হইয়া সকলকে বিমোহিত করিয়া থাকেন। ঠিক যেন পূর্বদিনে যিনি অজ্ঞ, মূর্খ ছিলেন, প্রভাতকালে নিদ্রাভঙ্গের পর তিনিই জ্ঞানী হইয়া উঠিলেন। ইহাকে বলে late development

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা পরবর্তীকালে শক্তির বিকাশ। অনেক মহাপুরুষের জীবনের শেষভাগে শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু সমগ্র জীবনের পর্যালোচনা করিলে কয়েক বৎসর পূর্বে বা পরে শক্তি বিকশিত হওয়ায় কিছুই আসিয়া যায় না। শুধু লক্ষ্যের বিষয় এই যে, অন্তরাত্মা সেই বিশিষ্ট দেহ হইতে জগতের কল্যাণের জন্য কিরূপ শক্তি বিকাশ করিয়াছেন। এই জীবনীতে ইহাই বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

প্রথম সাক্ষাৎ

ইং ১৮৭৬ সালে কলিকাতার ৩নং গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীটে একটী যুবক বাবু আসিতেন। আমার ছোটকাকা তারক নাথ দত্তের কাছে ওকালতীর কাগজপত্র লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া মামলা-মোকদ্দমার কথা কহিয়া নীচে আসিয়া সাধারণ ভাবে সকলের সহিত কথাবার্তা কহিতেন। চেহারা হ্রস্বও নয় দীর্ঘও নয়, মাঝামাঝি। শরীর সুগঠন ও সৌম্যমূর্তি, রং সুন্দর, বিশিষ্টভাবে উজ্জ্বল, পরনে কোঁচান ধুতি এবং বাম স্কন্ধে কোঁচান উড়ানী, বক্ষের উপর উপবীত। গ্রীষ্মকাল, এইজন্য গায়ে পিরান বা অন্য কিছু আবরণ থাকিত না। লোকটীকে দেখিলেই সকলের তাঁর উপর দৃষ্টি পড়িত। কথাবার্তা সব সময় হাসিমুখে এবং সকলের সহিত যেন আত্মীয়তা করিতে ইচ্ছা। বাড়ীর লোকের ভিতর একজন বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, কথাবার্তা ও আচরণে এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ..22/277

প্রকাশ পাইত। এইজন্য আমরা সকলেই লোকটীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। সরকারদিগের ঘর হইতে কখনও কখনও তাঁহাকে তামাক সাজিয়া দিত, তিনি হুঁকা টানিতেন এবং দালানে তক্তপোশে বসিয়া প্রায়ই নাকে নস্য লইতেন এবং নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে নস্য লইতে শিখাইতেন। পিতা, বিশ্বনাথ দত্ত, উকিল এবং ছোটকাকা, তারকনাথ দত্তও, উকিল, বাড়ীতে সর্বদাই বহুলোক আসিয়া থাকে কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের কারুর বড় ঘনিষ্ঠতা বা মেশামিশি কিছুই হইল না। কিন্তু এই ব্যক্তির সহিত আমাদের বেশ একটা আত্মীয়তা হইল। তখন আমাদের বয়স অল্প। সাত আট বৎসরের অধিক হইবে না। পরে জানিলাম এই ব্যক্তির নাম দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার। ইনি গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তরফের কর্মচারী এবং জমিদারী সংক্রান্ত কাগজপত্র লইয়া আসিয়া পরামর্শ লন। কিন্তু লোকটীকে দেখিতাম বাহিরে যেন জমিদারের কর্মচারী, মামলা-মোকদ্দমা লইয়া আসিয়াছেন এবং কার্যবশতঃ সেই সংক্রান্ত কথা কহিয়া থাকেন, কিন্তু ভিতরটা দেখিতাম ভালবাসায় ভরিয়া রহিয়াছে। কাহারও প্রতি বিশিষ্টভাবে নহে ; সকলের প্রতি সেই ভালবাসা ফেলিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু অবস্থার বৈগুণ্যে সেই ভালবাসা বিকশিত হইতে পারিতেছে না। লোকটা যেন মরমে মরিয়া রহিয়াছে। ছোট শিশু এইসকল ভাব অতি শীঘ্রই বুঝিতে পারে। অন্তর শুষ্ক হইলে শিশু তাহার কাছে যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তর স্নেহপূর্ণ হইলে শিশু সেই ব্যক্তির কাছে যাইয়া থাকে। এইটীই হইল মানুষ পরীক্ষা করিবার বিশেষ যন্ত্র। দেবেন-বাবুর এই আকর্ষণ-শক্তি আমরা অতি শৈশবে অনুভব করিতাম এবং কখন তিনি ছোটকাকার ঘর হইতে ফিরিয়া আসিবেন তাহার প্রতীক্ষায় থাকিতাম এবং হুড়াহুড়ি করিয়া তাঁহার কাছে যাইয়া নস্য লইতাম। আবশ্যক অনাবশ্যক কোন কারণ নয়, একটা আত্মীয়তা স্থাপন করিবার জন্য একটু নস্য লইতাম। তাঁহাকে আমাদের খুব ভাল লাগিত। এই হইল আমাদের শৈশবের কথা। এইরূপ ভাবে কয়েক বৎসর চলিল এবং লোকটীকে বাড়ীর লোক বলিয়া গণ্য করিতাম।

ভক্তবীর রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে দেখা

রামদাদার বাড়ীতে ইং ১৮৮৩ সালে গ্রীষ্মকালে পরমহংস মশাই আসেন। আমি সন্ধ্যার পর যাইলাম; বাড়ীর অনেকেই আগে গিয়াছেন। রামদাদার বাড়ীতে ঢুকিয়াই ডানদিকের বড় ঘরটীতে তৃতীয় দরজার সম্মুখে ঢালা তক্তাপোশের উপর পরমহংস মহাশয়ের বসিবার স্থান হইয়াছে। তিনি তাকিয়া পিছনে করিয়া বসিয়া আছেন, মাঝে মাঝে একটী বটুয়া হইতে একটু মশলা লইতেছেন। চোখ পিট্‌পিট্ করিয়া চাহিতেছেন, অর্থাৎ চোখের পাতা শীঘ্র শীঘ্র পড়িতেছে। কথা জড়ান, ভাষা কলিকাতার নহে, রাঢ়দেশীয় অর্থাৎ উচ্চারণে কলিকাতার ভাষার সহিত বিশেষ পার্থক্য। আমি তো দরজার দিকে তক্তাপোশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

উপর, অর্থাৎ পরমহংস মহাশয়ের পায়ের দিকে প্রণাম করিয়া দরজার নিকট বসিলাম। দেখিলাম, দ্বিতীয় দরজার মধ্যস্থলে দেওয়ালের দিকে পিঠ করিয়া আমাদের সেই পুরাতন পরিচিত ব্যক্তিটী বসিয়া আছেন। তখন তিনি যুবা নহেন, বয়স ৩৯ বৎসর; লাবণ্য ও সৌন্দর্য আছে কিন্তু যুবাকালের সেইরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব বা কান্তি নাই। লোকটী দেওয়ালের দিকে পিঠ দিয়া পরমহংস মহাশয়ের দিকে মুখ করিয়া অতি স্থির ও সংযতভাবে বসিয়া আছেন। কোন কথাবার্তা নাই, কোন প্রশ্ন নাই, যেন তন্ময় হইয়া বসিয়া আছেন। চক্ষু উন্মীলিত কিন্তু দৃষ্টি অন্তর্মুখী, যেন লোকটীর অন্তরাত্মা বা মন দেহ ছাড়িয়া অন্যত্র কোথায় চলিয়া গিয়াছে, দেহটা পড়িয়া রহিয়াছে মাত্র; মুখে খুব ভক্তির ভাব, গভীর ধ্যানের আভা বিকাশ পাইতেছে। দেখিয়া বড় মধুর দৃশ্য বলিয়া বোধ হইল। আমি ফিরিয়া ফিরিয়া এক একবার পরমহংস মহাশয়ের দিকে, এক একবার সেই ধ্যানমগ্ন লোকটীর দিকে চাহিতে লাগিলাম এবং যতই দেখিতে লাগিলাম ততই ফিরিয়া ফিরিয়া আবার দেখিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। ঘরে অপর সকলে বসিয়া, কেহ কিছু কথা কহিতেছেন, কেহ পাখা দিয়া বাতাস করিতেছেন, কেহ বা ফাইফরমাস করিতেছেন। সকলেরই চঞ্চল ভাব, কিন্তু এই লোকটীর দেখিলাম গভীর তন্ময় ভাব, কোন ফাইফরমাস হুকুম-হাকামের ভিতরে নাই। নিজের অন্তরের ভিতরে যেন ডুবিয়া যাইতেছেন এবং নিস্পন্দ মোমের পুতুলটীর মত যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমহংসদেবের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারই উপর আমার বিশেষ নজর। তাঁহার সেই চেহারা অতি সুন্দর দেখিতে হইয়াছিল। এখন পর্যন্ত আমার চোখে স্পষ্ট লাগিয়া রহিয়াছে। কোঁচান চাদরখানি উভয় উরুর উপর রাখিয়াছেন, গলায় শুধু পৈতাগাছটী। চাদর কাপড় বেশ ফরসা এবং পরিষ্কারভাবে কোঁচান। কাপড় চাদর কোঁচান পরাতে কেমন একটা শিল্পনৈপুণ্য ছিল। তাহার পর পরমহংস মহাশয় আহার করিলে উপরকার ছাদের সকলকার খাইবার ঠাঁই হইল। আমরা সকলে গিয়া আহারাদি করিলাম। এইরূপে রামদাদার বাড়ীতে পরমহংস মহাশয় যখন আসিতেন, দেবেনবাবুকেও দেখিতাম। তখন হইতে বুঝিলাম যদিও তিনি গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারীতে কর্ম করিতেন, কিন্তু পরমহংস মহাশয়ের বিশেষ অনুগত এবং সেইজন্য রামদাদার বাড়ীতে বিশেষ ভক্ত সমাগম হইলে তিনিও আসিতেন।

নরেন্দ্রনাথকে ডাকিতে আসা

ইং ১৮৮৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ বরাবর মদীয় পিতা বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যু হয়। নরেন্দ্রনাথের সংসার একেবারে বিপন্ন হইয়া পড়িল। চাকর, সরকার, লোকজন পূর্বদিনও ছিল, কিন্তু পরদিন একমুষ্টি অন্নেরও কোন সংস্থান ছিল না। নরেন্দ্রনাথ একেবারে এত বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার শিরঃপীড়া দেখা দিল। সব সময় মাথার ভিতর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

আগুনের হলকা জ্বলিতেছে। বাইরের বৈঠকখানায় দরজা বন্ধ করিয়া কর্পূরের নস্য নিতেন। ধ্যান করিবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু ধ্যান হইত না। একবারের অন্ন জুটে তো আর একবারের কিছু হইত না। অনেক সময় প্রবোধ দিতেন যে, বাহিরে একজনের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত অনাহারে থাকিতেন। এইসকল পাঁচ কারণে তাঁহার শিরঃপীড়া জন্মে।

গ্রীষ্মকাল, শনিবার, রামদাদার বাড়ীতে পরমহংস মহাশয় আসিয়াছেন। অনেক লোক; বিকাল হইতেই ভীড় হইয়াছে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ কিছুতেই যাইলেন না। প্রথমে তুই একজন ডাকিতে আসিল কিন্তু নরেন্দ্রনাথ বিষণ্ণ ও ক্ষুব্ধ ভাবে রহিলেন, কাহারও কথা শুনিলেন না বা যাইলেন না। অবশেষে সন্ধ্যার সময় দেবেনবাবু আসিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরেনবাবু কোথায় ?" আমি পাশের ঘর দেখাইয়া দিলাম। দরজা বন্ধ, দেবেনবাবু অনেকবার ধাক্কা দিয়া দরজা খোলাইলেন ও কথাবার্তা এমন স্নেহপূর্ণ ও মিষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন যে, নরেন্দ্রনাথের ক্রোধ অভিমান সব দূর হইয়া গেল। তিনি আর কিছু কথাবার্তা না কহিয়াই কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়া, চটি জুতা পায়ে দিয়াই রামদাদার বাড়ী গেলেন। দেবেনবাবুও হর্ষিত মনে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। নরেন্দ্রনাথ যাইয়া ঢালা তক্তপোশের উপর যেখানে পরমহংসদেব বসিয়াছিলেন সেই দরজার সম্মুখে গিয়া মুখ গোঁজ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসিয়া রহিলেন। অনেকেই চারিদিকে মুখ ফিরাইতে লাগিলেন এবং একটু অসন্তুষ্ট ভাব প্রকাশ করিলেন। এত লোক যে বসিয়া আছে তাহাদের বিষয় পরমহংস মহাশয় কিছু বলিতেছেন না, কিন্তু আসার পর হইতেই "নরেন, নরেন" করিয়া অস্থির হইয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ আসিলেই পরমহংস মহাশয় বলিলেন, "আমরা যে নর আর তুমি যে নরের ইন্দ্র। তুমি না আসিলে কি আসর জমে!" এই বলিয়া তিনি নরেন্দ্রের মাথায় এবং পিঠে স্নেহপূর্ণভাবে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমি সেই সময় দেবেনবাবুর একটু পরেই তথায় গিয়াছিলাম এবং প্রথম দরজার কাছে বসিয়াছিলাম। নরেন্দ্রনাথ মিনিট চার পাঁচ ঘরের ভিতর থাকিয়া গরম বোধ করায় রাস্তার বেঞ্চির উপর আসিয়া বসিলেন এবং সকলের সঙ্গে বেশ আনন্দ করিয়া কথা বলিতে লাগিলেন। দেবেনবাবু কিন্তু তাঁহার নিজের অভ্যস্ত স্থানটীতে বসিয়া রহিলেন এবং তিনি যে কৃতকার্য হইয়াছিলেন—ক্রুদ্ধ নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া আনিতে পারিয়াছিলেন—এইজন্য বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। এই ডাকিয়া আনিবার কথাটা পরে অনেকবার দেবেনবাবু আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন।

১৮৮৭ সালে গিরীশবাবুর বাটীতে দেখা

ইং ১৮৮৭ সাল থেকে গিরীশবাবুর বাড়ীতে দেবেন বাবুকে সর্বদাই দেখিতাম। লোকটীর ভিতর যেন একটা ভালবাসা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মীয়তা ও আকর্ষণী-শক্তি বেশ বাড়িতেছিল। কিন্তু তিনি অবস্থার বৈগুণ্যে সেটা যেন প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না, বা ইচ্ছা করিয়া মনটাকে চাপিতেছিলেন। অনেক লোকের সঙ্গে তখন মিশিতাম, সকলের সঙ্গে ভক্ত হিসাবে এক হইতাম কিন্তু মনের কথা বলিবার বা ব্যথার ব্যথী—এরূপ লোক সকলে ছিলেন না। যোগেন মহারাজের ভিতর যেমন একটা অমায়িক ভালবাসা এবং আত্মীয়তার ভাব ছিল, দেবেনবাবুর ভিতরও ঠিক সেই রকম ভাব ছিল। দেবেনবাবু সুবিধা পাইলেই অর্থাৎ যখন লোকের ভীড় নাই, একটু নিরিবিলি স্থানে গিয়া বাড়ীর প্রত্যেকের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন এবং কি করা উচিত ও অনুচিত—এই সব বিষয়ে স্নেহপূর্ণভাবে কথা কহিতেন। জীবনের শেষ অবস্থায় তাঁহার বুকে যে ভালবাসার উৎস উঠিয়াছিল, আমরা ১৮৮৭।৮৮ সাল হইতে সেটা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মাঝে পেটের দায়ে থিয়েটারে চাকুরী করেছিলেন; সেটা যেন তাঁর ধাতস্থ নয় এবং প্রবৃত্তিরও সম্পূর্ণ বিপরীত, যেন নাচার হইয়া ঐ কাজ করিতেন। কিন্তু গিরীশবাবুর বাড়ীতে বসিয়া যখন আপসে কথা হইত, তখন থিয়েটারের কথার নামগন্ধও থাকিত না। একজন অতি ভক্তিমান লোক, বুক ভালবাসায় পূর্ণ, কিন্তু হাত-পা বাঁধা অতি নাচার অবস্থা। এই সময়টা দেবেনবাবুর অতি খারাপ অবস্থাও বলা যাইতে পারে বা খুব ভাল অবস্থাও বলা যাইতে পারে। বিপরীত স্রোত তাঁহাকে দুইদিকে টানিতেছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন্ দিক স্থির করিবেন তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। বড় সংসার, টাকা চাই, সেও এক কথা; আবার একনিষ্ঠ হইয়া ভগবানকে ডাকিব সেও এক কথা। এই দুই টানায় পড়িয়া তিনি নিজেকে সামলাইতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু বিশেষ একটী ভাব দেখিতাম যে, নরেন্দ্রনাথ তাঁহার চেয়ে বয়সে ঢের ছোট এবং অতি শৈশব হইতে সিমলার বাড়ীতে জানাশুনা, কিন্তু তাহা হইলেও তীক্ষ্ণ মনোবৃত্তিতে মোহিত হইয়া তিনি নরেন্দ্রনাথের গুণের প্রশংসা করিতেন। মহত্ত্বের শক্তি উপলব্ধি করিতেন এবং পরমহংস মহাশয়ের পরেই তিনি নরেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। অতি বিনীত ও সংযত হইয়া কথা কহিতেন। বাল্যকালের ভাব, সে চক্ষে আর দেখিতেন না, বরং মহা শক্তিমান পুরুষের কাছে বসিয়া আছেন ইহা প্রকাশ করিতেন। সমকক্ষ বা মুরুব্বিয়ানা ভাবে কখনও কথা কহেন নাই, যেন কিছু শিখিতে চান. ইহাই তাঁহার ভিতরকার ইচ্ছা ছিল। শুদ্ধ জ্ঞানের ভাব বা দর্শন-শাস্ত্রের কথা দেবেনবাবু তত হৃদয়ঙ্গম করিতেন না। বুদ্ধের মতামত লইয়া যখন কথা হইত, দেবেনবাবু সেটা ভাল বুঝিতেন না। কিন্তু যখন উপাখ্যান সুরু হইত, দয়ার ভাবে সর্ব জীবের জন্য বুদ্ধের প্রাণ কাঁদিতেছে শুনিতেন তখন দেবেন-বাবুর বড় ভাল লাগিত; তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত। কিন্তু প্রচলিত 'ন্যাদন্যেদে' বোষ্টুমী ভাব নয়। দেবেন-বাবু সেরূপ ভাব কখনও ভালবাসিতেন না। জগৎ ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া শুধু ভক্তি, সেটাও তিনি বড় পছন্দ করিতেন না। শুষ্ক জ্ঞানও তাঁহার ধাতে ছিল না। সকল লোককে ভালবেসেই ভক্তি, জ্ঞান বা কর্মের ফললাভ করাই তাঁহার মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। আটুপাটু করিয়া সকলকে যেন আপনার করা, এইটাই তাঁহার বিশেষ ভাব ছিল। ভালবাসার জন্যই ভাল-বাসা—এইটী তাঁর ভিতর স্পষ্ট দেখিতাম।

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি দেবেনবাবুর এই কয়েক বৎসর জীবনটা অতি কষ্টময় হইয়াছিল এবং সুখময়ও হইয়াছিল। সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অনাটন ছিল। এমন কি কখনও কখনও দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার মুখ শুষ্ক, কাহারও কাছে মুখ ফুটিতেছে না, বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া আছেন। অবশেষে যোগেন মহারাজ ইসারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "দেবেনবাবু, মুখটা আজ শুষ্ক কেন?" তিনি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না কিছু নয়, বিশেষ কিছু কারণ নয়।" যোগেন মহারাজ তখন একটা অছিলা করিয়া উঠিয়া গেলেন এবং দেবেনবাবুকে তথায় ডাকিলেন। উভয়ে যেন কত হাসিতামাসা করিতেছেন, বাহ্যিক এইভাব দেখাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ ব্যাপারটা কি?" দেবেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "হরিমটর ভাজা" অর্থাৎ আজ হাঁড়ি চড়ে নাই। যোগেন মহারাজ তখনই কাহারও কাছ হইতে কিছু আনিয়া দেবেনবাবুর হাতে দিলেন। অপর কেহ জানিতে না পারে এমনভাবে দেবেনবাবুও একটা ছুতা করিয়া চলিয়া গেলেন। এই ত একদিকে সংসারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কষ্ট ! ভদ্রলোক, বড় পরিবার—অর্থের অনাটন, কিন্তু অপর-দিকে বোধহয় এইটা জীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা গিয়াছে। ইণ্টালীতে অবস্থানকালে তিনি যে শক্তি বিকাশ করিয়াছিলেন এবং সকলে যাহা দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিল, সেই শক্তি তিনি এই সময় সঞ্চয় করেন। পরমহংস মহাশয়ের ত্যাগী শিষ্যেরা যেমন গৃহত্যাগ করিয়া নগ্নপদে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেন, ভূমিপৃষ্ঠে শুইয়া থাকিতেন ; তাঁহাদের কোনদিন আহার জুটিত কোন দিন জুটিত না। দেবেনবাবুও তেমনই সর্বপ্রকার মহা কঠোর সাধনা করিতে লাগিলেন এবং সর্বদা উচ্চভাব-রাশির কথোপকথন, চর্চা ও উপলব্ধির আশায় উন্মত্তের ন্যায় জীবন-স্রোত পরিচালিত করিতে লাগিলেন। গৃহীভক্তেরা যদিও বাহ্যিক চিহ্ন গৈরিকবসন, নগ্নপদ, মস্তকমুণ্ডন ও গৃহত্যাগ আদি করিলেন না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরের উভয়-শ্রেণীর শিষ্যেরা আপন আপন প্রবৃত্তি অনুযায়ী ও পন্থানুরূপ কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। সর্বদাই পরমহংস মহাশয়ের কথা আলোচনা করা, বেদান্ত ও দর্শন শাস্ত্রের নানা মত শ্রবণ ও সর্বদাই সেই বিষয়ে চিন্তা এবং তর্ক-বিতর্ককালে পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ লইয়া বিচার ইত্যাদি—সকলেই সমান ভাবে করিতে লাগিলেন। তখনকার দিনে ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের ভিতর কোনই পার্থক্য ছিল না। সকলে পরমহংস মহাশয়ের ভক্ত, সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথ প্রাণপণে উপলব্ধি করিতে চেষ্ট করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইজন্য বিকাল হইতে রাত্রি নয়টা দশটা পর্যন্ত গিরীশবাবু বা বলরামবাবুর বাটীতে সকলেই একত্রিত হইতেন। তখন সাংসারিক বা ছুনিয়াদারী কোন কথাই থাকিত না; নিয়ত সাধনার উচ্চ-অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের কথা চলিত এবং সকলে মিলিয়া একটী জমাট সমষ্টি হইয়া থাকিতেন। রাত্রি নয়টা দশটা হইলে অনিচ্ছায় যে যার নিজের স্থানে চলিয়া যাইতেন। ভক্তসমাগম যে একটা আনন্দের জিনিস তাহা আমরা বিশেষভাবে অনুভব করিতাম। এই দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সেই আনন্দস্মৃতি জ্বলন্তভাবে চিরদিন অন্তরে পোষণ করিয়াছেন। ইহাকেই বলে ঈশ্বর-সান্নিধ্য জ্ঞান বা ভক্তমুখে ভগবানের দর্শন।

দেবেনবাবুর সাধনা

দেবেনবাবু যদিও বাহ্যিক মালা জপ করিতেন না বা বাহ্যিক অন্য কোন চিহ্ন রাখিতেন না ও ভাব বিকাশ করিতেন না, কিন্তু যখন নরেন্দ্রনাথ উচ্চভাবের কথা কহিতেন এবং গিরীশবাবু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন বা যখন পরমহংস মহাশয়ের একটা কথা লইয়া পরস্পরে আলোচনা করিতেন, দেবেনবাবু তখন সেই কথায় প্রবৃত্ত হইয়া নিজের ভাবটী ও তাঁহার ধারণা অতি সুন্দরভাবে বুঝাইতেন। কখনও বা দেওয়ালের দিকে ঠেস দিয়া বসিয়া স্থির নেত্রে থাকিতেন। চক্ষু যেন অন্তর্দৃষ্টিতে চলিয়া গিয়াছে, মন যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহছাড়া। তখন তাঁহার মুখের ভাব অন্যরকম হইত। আনন্দ যেন তখন ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতেছে। কণ্ঠ তখন অতি মৃদু ও কোমল হইত এবং হৃদয় যেন মানুষের প্রতি ভালবাসাতে উদ্বেলিত হইত। সকল ভক্তকে, সকল লোককে তিনি ভালবাসিবেন, আপনার করিয়া লইবেন, আপনার বুকের ভিতর রাখিবেন এইটাই যেন তাঁহার চোখের চাউনি ও কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পাইত। একটা বিশেষত্ব দেখিতাম, যখন তাঁহার মন এইরূপভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে তখন তাঁহার হস্ত-সঞ্চালন ও অঙ্গুলীসকল পৃথক পৃথক করিয়া ভাব প্রকাশ করা অতীব সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য ছিল। এই অঙ্গুলী-সঞ্চালন অতি কবিত্বপূর্ণ মনে হইত, যেন জীবন্ত কবিত্বশক্তি অব্যক্ত ভাষায় তাঁহার হস্তসঞ্চালন ও অঙ্গুলীনির্দেশ দ্বারা বিকাশ পাইত। নরেন্দ্রনাথের মুখভঙ্গী, গ্রীবাদেশ বক্র করা, চোখের জ্যোতিঃ, খরদৃষ্টি এবং অঙ্গুলীসঞ্চালন বীরত্বব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করিত; যেন সমস্ত জগৎকে জয় করিব, সমস্ত লোকের মস্তিষ্ক যেন নিজ করতলের মধ্যে রাখিয়া নিষ্পেষিত করিব, যদি কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী হয় তাহাকে চূর্ণ করিব, যতক্ষণ লোক প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে ততক্ষণ তাহাকে ক্ষমা করা নয় তাহাকে নিষ্পেষণ ও বিমর্দন করাই একমাত্র পথ। কিন্তু পরে কখন সে বিধ্বস্ত ও শরণাগত হইবে এবং বশ্যতা স্বীকার করিবে তখন তাহাকে দয়া করিব এবং পূর্ব অপরাধ মার্জনা করিব। কিন্তু যতক্ষণ সে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে ততক্ষণ তাহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিংহবিক্রমে চূর্ণ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। নরেন্দ্রনাথের মুখভঙ্গী ও অঙ্গসঞ্চালনে এইভাবের বিকাশ হইত। ইহাই হইল জ্ঞানমার্গী ও বিজয়ীর ভাব। নেপোলিয়নের ছবিতে তাঁহার মুখভঙ্গীর ভাব এইরূপ পাওয়া যায়। কিন্তু দেবেনবাবুর মূখভঙ্গী ও হস্তসঞ্চালন অন্য প্রকার ছিল। তাঁহার কমনীয় কোমল করপল্লব সঞ্চালন, মুখের ভঙ্গিমা, গ্রীবা বাঁকাইবার ভাব, চক্ষুর দৃষ্টি, কণ্ঠের স্বর যেন প্রত্যক্ষ কবিতাকে সম্মুখে আনয়ন করিত। ভালবাসার দ্বারা আপনার ক'রে নেওয়া, এই ভাবটা যেন হঠাৎ তাঁহার মাংসের দেহের ভিতর থেকে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত। তাহাতে এমন একটা মাধুর্য ছিল যে, মানুষকে স্তম্ভিত করিয়া দিত। আমি শরৎ মহারাজ ও যোগেন মহারাজের সহিত সর্বদা তর্ক করিতাম, ঝগড়া ও গলাবাজী করিতাম—আপসে যেমন হইয়া থাকে। গিরীশবাবুর সহিতও করিতাম, বেশ দু'হাত চলিত। কিন্তু দেবেনবাবুর সহিত কখনও তর্ক করিতে সাহস হইত না। এমন কি যোগেন মহারাজ ও শরৎ মহারাজেরও দেবেনবাবুর সহিত তর্ক করা চলিত না। যোগেন মহারাজ ও গিরীশবাবুর সহিত তর্ক লাঠালাঠি সর্বদাই চলিত। গিরীশবাবুর তর্কপ্রিয় ছিলেন। তর্কে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিলে ভারি খুসী হইতেন—অর্থাৎ লাঠালাঠি করিবার একটা সঙ্গী জুটিলে নিজের খেল্‌টা একবার দেখাইতে পারিতেন। এইসব কাজে হাসি ও আনন্দ খুব হইত, হারজিত হইলে খুব হাসি চলিত। কিন্তু দেবেনবাবুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত আমরা কখনও তর্ক করি নাই। নরেন্দ্রনাথ হাস্য করিয়া বলিতেন, 'দেবেন্দ্রনাথের হচ্চে সখীভাব, ও হচ্চে সখী'। কিন্তু আপনার ক'রে নেওয়া একটা শক্তি, তাহা আমরা তখন বিশেষ অনুভব করিতাম। কবিত্ব শক্তির ভিতর দিয়া মন যে উচ্চস্তরে উঠে, নিঃস্বার্থ ভালবাসা দিয়া যে জগৎকে কেনা যায় এবং উভয়েতেই ঈশ্বর-সান্নিধ্য জ্ঞান উপলব্ধি করা যায় ইহা স্পষ্টভাবে আমরা অনুভব করিতাম। এইজন্য পূর্বে বলিয়াছি যে, এই সময়টা দেবেনবাবু জীবনে অতি শ্রেষ্ঠ সময়।

গিরীশবাবুর কাছে চাকুরি করা

দেবেনবাবু কয়েক বৎসর গিরীশবাবুর কাছে চাকুরি করিয়াছিলেন। গিরীশবাবু মুখে বলিয়া যাইতেন, দেবেনবাবু সেইসকল লিখিয়া লইতেন। এইরূপে অনেক গ্রন্থ দেবেনবাবুর হস্তে লিখিত হইয়াছিল। গিরীশবাবুর যে কয়খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে, এই সময়েই হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ সেগুলি দেবেনবাবুর হাতের লেখা; কারণ সে সময় অপর কেহ গিরীশবাবুর বই লিখিতেন না, এইরূপ অনুমান করিতেছি। দেবেনবাবুর বাংলা হাতের লেখা অতি সুন্দর ছিল। এইস্থানে ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, দেবেনবাবু যদিও গিরীশবাবুর কাছে কার্য করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে গিরীশবাবু বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া কথা কহিতেন। অধীনস্থ ব্যক্তির প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
২১/২৭৭

যেরূপ আজ্ঞা অথবা আদেশ বা উচ্চ বা নীচ ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে এইস্থানে এইরূপ কিছু ছিল না। উভয়ে যেন পরম আত্মীয় এবং পরস্পরকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়া একই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছিলেন। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় সখ্যভাব ও শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। এমন কি আবশ্যক হইলে দেবেনবাবু গিরীশবাবুকে ধমকাইতেন এবং গিরীশবাবু ধীরভাবে নিজের দোষ স্বীকার করিতেন। গিরীশবাবু নিজে গুণী লোক ছিলেন এবং গুণগ্রাহীও ছিলেন; সেইজন্য তিনি দেবেনবাবুকে এইরূপ সমাদরের চক্ষে দেখিতেন। অপর পক্ষে দেবেনবাবুও গুণানুরাগী থাকায় গিরীশ-বাবুর প্রতিও তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং উভয়েই শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের শিষ্য হওয়ায় অবসর পাইলেই পরমহংসদেবের বিষয়ে কথাবার্তা ও আলোচনা করিতেন।

দেবেনবাবুর ভর্কের মাধুর্য

থিয়েটার বাড়ীতে গিরীশবাবু ছিলেন থিয়েটারের লোক, গ্রন্থ লিখিবার সময় তিনি ছিলেন কবি, কিন্তু অপর সময় তিনি ছিলেন ভক্ত। ভক্তসকলকে তাঁহার ঘরে সমবেত করিয়া সব সময় তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাবার্তা কহিতেন। এই সকল কথাবার্তা এত নানাবিষয়ক ও এত গভীর হইত যে, তাহা যদি সমস্ত লিপিবদ্ধ করা যাইত তাহা হইলে বিশেষ জ্ঞানপূর্ণ কয়েক-খানি গ্রন্থ হইত। কারণ, বরাহনগর মঠের নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকেই আসিয়া কথাবার্তা কহিতেন। দেবেনবাবুও এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল কথায় যোগ দিতেন। তিনি ভক্ত লোক, পরম ভাবের কথা বেশ বলিতেন। তাঁহার ভাবের ভিতর দেখিতাম একটা কবিত্ব শক্তি। যখন যে জিনিসটী বর্ণনা করিতেন বা বলিতেন তখন তিনি সেই সমস্ত জিনিস যেন চোখের উপর দেখিতে পাইতেন। বিশেষতঃ তাঁহার হাত নাড়িবার ভঙ্গিমা ও মুখ চোখের গতি এবং কণ্ঠস্বর বড় কবিত্বপূর্ণ হইত। আমার এত মিষ্টি লাগিত যে, দেবেনবাবু কথা সুরু করিলেই আমি সর্বাগ্রে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতাম, তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া ভিতরে একটা বড় আনন্দ পাইতাম।

গিরীশবাবু তর্কে খুব ডাণ্ডাবাজী করিতে পারিতেন। দেবেনবাবুও কিন্তু কম যাইতেন না। তিনি নরম নরম মিঠা ভাষায় কথা কহিতেন ও নিজের পক্ষ উত্তমরূপে সমর্থন করিতে পারিতেন। অবশ্য নরেন্দ্রনাথের সহিত তুলনা করিলে বলিতে হয়, তিনি বড় একটা তর্ক করিতে পারিতেন না। কিন্তু অন্য সকলের সহিত তিনি দুহাত তর্ক করিতেন। তর্কে তাঁহার একটা বিশেষত্ব দেখিতাম যে, মানীর মান রাখিয়া বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইয়া ভালবাসার ভিতর দিয়া তিনি তর্ক করিতেন। এইটাকেই বলে কবিত্বশক্তি। তাঁহার তর্কের ভিতর এইটাই বিশেষত্ব ছিল। এইজন্য সকলে দেবেনবাবুকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। হুকুমজারী করা বা নিজের মত জারী করা অর্থাৎ 'আমার মত না মানিলে আর উপায় নাই,' এইসব ভাব তাঁহার মধ্যে লেশমাত্রও ছিল না। তাঁহার কথার ভিতর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা বড় মাধুর্য ছিল ও হাসি-তামাসা করার ভাবটা ছিল, অর্থাৎ বৈষ্ণব শাস্ত্রে যাহাকে সখ্যভাব বলে, তিনি সেই সখ্যভাব দিয়া নিজের মনকে বিকাশ করিতেন। এইজন্য আমার দেবেনবাবুকে বড় ভাল লাগিত।

দেবেনবাবুর আর একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল যে, যেমন লোক আসিত, তিনি ঠিক তাঁহার অনুরূপ হইতে পারিতেন। তিনি কখনও অপর ব্যক্তি অপেক্ষা নীচ বা উচ্চ দরের হইতেন না। মহাতার্কিক লোক আসিলে তিনি তার্কিক হইতে পারিতেন; ভক্তিমান্ লোক আসিলে ঠিক ভক্তিমান্ হইতে পারিতেন; জ্ঞানী লোক আসিলে ঠিক জ্ঞানী হইতে পারিতেন, আবার স্ফূর্তিবাজ লোক আসিলে ঠিক স্ফূর্তিবাজও হইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি কখনও ওস্তাদি চাল বা গুরুগিরির ঢং দেখাইতেন না। সখ্যভাব, প্রণয় ও প্রীতির ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার নিজের হৃদয় ভেদ করিয়া মন ও প্রাণটা বাহির করিয়া অপরকে যেন আবরণ করিয়া ফেলিতেন। শ্রোতা প্রথমে নিজের কোট বজায় রাখিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু দেবেনবাবুর মন ও প্রাণের আকর্ষণী শক্তিতে বিমোহিত হইয়া যেন সেই সময়কার জন্য সে তাঁহারই প্রতিরূপ বা প্রতিবিম্ব হইয়া উঠিত। কি জন্য বা কি উপায়ে সে আত্মহারা হইয়া দেবেনবাবুর নিজের লোক হইয়া যাইত, তাহা সে তখন বুঝিতে পারিত না। কিছুদিন পরে সে বুঝিত যে, লোকটীর ভিতরে একটা মোহিনী শক্তি আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং তিনি ভালবাসা ও সখ্যভাব দিয়া বাজারে কেনাবেচা করেন।

গিরীশবাবুর পরমহংস মহাশয়ের কথা

যেদিন গিরীশবাবু আনন্দে বিভোর হইয়া সুরাপান করিয়া পরমহংস মহাশয়কে স্তব করিতে যাইয়া কটু ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেদিনের কথা পাঠকবর্গ বিদিত আছেন। গিরীশবাবু গল্পটী এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন, "পরদিন আমার মনে বড় কষ্ট হইল, সেদিন স্নান আহার আর করিলাম না, মুখ চুন করিয়া বসিয়া রহিলাম, দেবেনবাবু বিশেষ ভৎর্সনা করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, 'আপনি মদ খেয়ে যে কি যা' তা' বলেন, কথাবার্তায় কিছু আটক থাকে না, যা' মুখে আসে তাই বলেন! দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পরমহংস মহাশয়ের নিকট ক্ষমা চেয়ে আসুন'। আমি বলিলাম, 'আমি তা করব না, আমার ভিতর যে জিনিস দিয়েছেন, সেই জিনিস তাঁর পায়ে ঢেলে দিয়েছি, আর আমি যে সারাদিন খাই নাই, কাঁদছি তিনি কি তা' টের পান নাই? সে শালা যদি অবতার হয়, আমার কষ্ট কি বুঝতে পারছে না? সে শালাকে এখানে আসতে হ'বে তবে আমি মুখে ভাত দেব, তা' না হ'লে না খেয়ে শুকিয়ে মরব।' এই সময় ঝিম্‌ঝিমে বৃষ্টি পড়ছিল। সাড়ে-চার পাঁচটার সময় গলির মোড়ে একটা গাড়ী এসে থামল এবং পরমহংস মহাশয় ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে উপরের ঘরেতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এলেন।” এ গল্প সকলেই জানেন। গিরীশবাবুর যে, কি প্রকার শ্রদ্ধাভক্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর ছিল এস্থলে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে। এই রকম মনোবেদনার সময় গিরীশবাবু দেবেনবাবুর সহিত কথাবার্তা কহিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন, বন্ধুও বটে, পরম সুহৃদ্‌ও বটে, উপদেষ্টাও বটে। দেবেনবাবুকে গিরীশবাবু কখনও অবজ্ঞা করিয়া কথা কহিতেন না। দেবেনবাবুর প্রতি তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি ছিল এবং নিতান্ত আপনার লোক জ্ঞানে তাঁহার সহিত এই সকল কথা কহিতেন। আমি নিজেও গিরীশবাবুর ঘরে বসিয়া তাঁহাকে দেবেনবাবুর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে কথা বলিতে দেখিয়াছি।

দেবেনবাবুর বংশের উৎপত্তির কথা

একদিন সন্ধ্যার সময় বলরামবাবুর হলঘরে বসিয়া আছি। অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তখন প্রসঙ্গক্রমে ‘পিরালী’ ব্রাহ্মণের কথা উঠিল। আমি যোগেন মহারাজের সহিত কথা কহিতেছিলাম এবং হাসি-তামাসা করিতেছিলাম। কিন্তু দেবেনবাবুকে বিশেষ সম্মান করায় তাঁহার কাছে সংযত রহিলাম। অল্পবয়সবশতঃ চাপল্য হেতু আমি সেই সময় দু’একটা বেফাঁস কথা কহিয়াছিলাম। যাহা হউক, দেবেনবাবু তখন নিজের বংশের উৎপত্তির কথা এইভাবে বলিলেন ঃ

একগ্রামে এক জমিদার ছিল ; তাঁহার আট নয়টী মেয়ে। বড় মেয়েটীর বয়স বাইশ চব্বিশ বৎসর, ছোটটীর আড়াই তিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৎসর। জমিদার ছিলেন ব্রাহ্মণ; উপযুক্ত পাত্র পান নাই বলিয়া তাহাদের বিবাহ দেন নাই। এইরূপে কিছুকাল কাটিল। একদিন বিকালবেলা এক যুবা-বয়সের সাধু গ্রামে উপস্থিত হইল। গ্রামের লোকেরা বলিল, "ঐ জমিদার ব্রাহ্মণের বাড়ীতে যান, সিধা পাইবেন।" যুবক সন্ন্যাসী অগত্যা সেই ব্রাহ্মণ জমিদারের বাড়ীতে যাইলেন। জমিদার তাঁহাকে চাল, ডাল ইত্যাদি দেওয়াইলেন এবং সুশ্রী যুবক সন্ন্যাসী দেখিয়া তাহার সহিত নানাপ্রকার কথা কহিয়া বুঝিলেন যে, স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং পালটী ঘর। জমিদার আর কিছু না বলিয়া গোপনে এক পুরোহিত ডাকাইলেন এবং সন্ধ্যার পর তিনি সন্ন্যাসীকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়া কৌশলে একেবারে নয়টী কন্যার বিবাহ ও সম্প্রদান সম্পন্ন করিলেন। মাত্র শাঁখ বাজান বিবাহের সানাই হইল। দু'আড়াই বছরের মেয়েটাকে পর্যন্ত কোন রকমে ধরাধরি করিয়া সাত পাক ঘুরাইয়া দিল, এই হইল বিবাহ। গায়ে হলুদ, নান্দীমুখ সব জাঁকড়ে রহিল। লগ্ন, তিথি, ক্ষণ এক্ষেত্রে ধার রহিল। মাত্র শাঁখ বাজিয়ে হ'ল বিয়ে। আর সন্ন্যাসী ঠাকুর যায় কোথা? বাইশ, চব্বিশ বৎসরের সুন্দরী মেয়ে পেলে একটা নয়, গোটা আষ্টেক নয়; তার সন্ন্যাসী-গিরিতো মাথা থেকে উড়ে গেল। তারপর জমিদার বলিলেন, "আমরা স্ত্রী পুরুষে বুড়োবুড়ী হয়েছি, আমরা কাশীবাস করি, তুমি স্ত্রী সকল লইয়া এই বাড়ী, ঘরদুয়ার, জমিজেরাৎ দেখ। আজ থেকে এ সকল তোমারই হইল। ইহাতে তোমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলেরই সুশৃঙ্খলে চলিয়া যাইবে।" এই বলিয়াই সেই বুড়োবুড়ী কাশী রওনা হইল। সন্ন্যাসী ঠাকুর তো তখন স্ত্রীগণ লইয়া বেশ সংসার করিতে লাগিলেন এবং জমিদারও হইলেন। দেবেনবাবু বলিতে লাগিলেন, "সেই সন্ন্যাসী হ'ল আমাদের আদি পুরুষ, এই থেকেই আমরা 'পিরালী' হইলাম। আমরা হইতেছি আসল পিরালী, আমাদের সহিত সম্পর্ক করিয়া অপর সকলে পিরালী হইয়াছে।" দেবেনবাবু এইরূপে তাঁহাদের বংশের নির্ণয় করিয়া দিলেন।

গল্পটী এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হইল, কিন্তু বলিবার সময় দেবেনবাবু এমন হাত নাড়িয়া মুখভঙ্গী করিয়া হাসাইয়া হাসাইয়া গল্পটী বলিলেন যে, আমরা সকলে হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিলাম। সন্ন্যাসীর অভিনয়টা তিনি বড় সুন্দরভাবে দেখাইয়াছিলেন। তখন তিনি এমন বোলচাল সুরু করিলেন, তাহাতে তিনি যে, কি পরিমাণে স্ফূর্তিবাজ রসিক লোক তাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি বলরামবাবুর ঘরে রাস্তার দিকে দেওয়ালের কাছে তাকিয়া ঠেস দিয়া বংশ পরিচয়টী দিলেন। গল্পটীতে ইতিহাস অপেক্ষা হাসির ভাবটা বেশী ছিল।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে রসুয়ের গল্প

বলরামবাবুর বাড়ীর রাস্তার দিকে বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া দেবেনবাবু একদিন গল্প সুরু করলেন, "দেখ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে এক রসুয়ে ছিল। সে রান্নাঘরে ঢুকিতে ঢের দেরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিত, কিন্তু ঝি-চাকরদের তার বলা ছিল যে, খুব সকালে উনানে আগুন দিয়া একটা হাঁড়িতে ডাল চড়াইয়া দিবে। যত আনাজ-তরকারী আছে কুটিয়া আর একটায় সিদ্ধ চড়াইয়া দিবে। আর একটা উনানে হাঁড়ীতে জল গরম করিতে দিবে। চালটা অপর এক হাঁড়ীতে চাপাইয়া দিবে। তাহা হইলেই সে ঘণ্টাখানেকের ভিতর সকল রকম তরকারী তৈয়ারী করিয়া দিবে। রান্নাঘরের ঝি-চাকর প্রত্যহ তা'ই করিত। রসুয়ে বেলা করিয়া আসিয়া হাঁড়ীতে হাত দিয়া একবার করিয়া দেখিয়া লইত যে, আনাজ-তরকারী সব সিদ্ধ হইয়াছে কিনা। পরে হাঁড়ীটা নামাইত এবং সিদ্ধ আনাজগুলি থালায় থালায় পৃথক করিয়া ফেলিত। তারপর তিত, ঝাল, টক মিশাইয়া একটা শুক্‌তো, একটা ডাল্‌না, একটা চচ্চড়ি ও একটা অম্বল, এইরূপে বহুপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন সুন্দর তরকারী করিত। সে কোথায় কি কেরামতি করিত, তাহা কেহ ধরিতে পারিত না। অথচ এক ঘণ্টার ভিতর দশ তরকারী করিয়া ঠিক সময়ে সকলকে ভাত দিত।"

দেবেনবাবু এই গল্পটী প্রায়ই বলিয়া গম্ভীর হইয়া যাইতেন, আর বলিতেন, "ব্যাপারটা সামান্য বটে, কিন্তু জগতের ব্যাপারও ভেবে দেখলে ঠিক এই। ভিন্ন ভিন্ন আনাজ-তরকারী সবই তো এক হাণ্ডায় সিদ্ধ হয়, শুধু মশলা ও গরম জলের পরিমাণ ক'রে দেওয়ায় সুক্‌তো, ঝোল, চচ্চড়ী, ডাল্‌না ইত্যাদি হয়! জগৎটাও তাই—একই জিনিস একই জায়গায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে হয়, শুধু গুণের তফাতে নানারকম ক'রে দেখাচ্ছে, আর আমরা বলছি—কোনটার সহিত কোনটার মিল নাই। কিন্তু উৎপত্তি এক জায়গা হইতে।" এই কথা বলিতে বলিতে দেবেনবাবুর মুখ গম্ভীর ও দৃষ্টি স্থির হইয়া যাইত। ভিতরে তাঁর যে গভীর চিন্তা আসিত, সেটা যেন তিনি ভাষায় বলিতে পারিতেন না। হাসি-তামাসা থেকে কথাটা সুরু করিয়া তিনি অতি গভীর ভাবের দিকে লইয়া যাইতেন।

ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়া জনৈক ব্যক্তির ঘুমান

দেবেনবাবু একদিন বলিতে লাগিলেন, "ওহে দেখ, সময় না হ'লে কোন কাজ হয় না। পাতে দিলেও মানুষ খেতে পায় না। সময় বলে একটা বড় জিনিস আছে। দেখ, একদিন পরমহংস মহাশয় আমাদের বাড়ীতে যাবেন বলিলেন। আমি তো যথাসাধ্য যোগাড় ক'রে, ঘর দুয়ার পরিষ্কার করিলাম, বসবার একটু জায়গা করিলাম আর যেমন জুটল সেইরূপ আয়োজন করিলাম। সময়টা গ্রীষ্মকাল, বেলা দুটা-আড়াইটার সময় হন্তদন্ত হ'য়ে ঘামতে ঘামতে একজন লোক এসে জিজ্ঞাসা করিল, 'দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব কি এখানে আসিবেন?' বলিলাম, 'হ্যাঁ, আসিবেন।' লোকটা আশ্বস্ত হ'য়ে একটা মাদুরের উপর শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়া আর ঘুমান, একেবারে তার নাক ডাকতে লাগল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর পরমহংস মহাশয় এলেন, কত কথাবার্তা হ'ল ও চলিয়া গেলেন। লোকটীর কিন্তু গাঢ় নিদ্রা। সকলে চলিয়া গেলে পর লোকটী উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'পরমহংস মহাশয় কখন আসিবেন?' সে ঘুমের ঘোরে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমরা হাসিতে লাগিলাম এবং বলিলাম, 'তিনি আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন।' লোকটী আফ্‌শোস্‌ করিতে লাগিল, 'তাইতো, দেখা হ'ল না।" দেবেন-বাবু এই গল্পটী উল্লেখ করিয়া অনেক কথা বলিতেন এবং অনেক গভীর অর্থ ব্যাখ্যা করিতেন। কৃপা করিলে কি হইবে? উপযুক্ত আধার না হইলে কৃপা লইবে কে? দেবেনবাবু গম্ভীর হইয়া যখন এই উপাখ্যানটী বহুভাবে ব্যাখ্যা করিতেন তখন তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে একটা স্নিগ্ধ তেজ নির্গত হইত এবং মনটাকে যেন খুব উচ্চদিকে লইয়া যাইত।

ইণ্টালীর উৎসবে ঠাকুর সাজান

দেবেনবাবুর জীবনের অনেক কথা এখানে প্রদত্ত হইল না, স্থানাভাবে মাত্র সংক্ষেপে কিছু কিছু বলা হইল। গুডফ্রাইডের সময় উৎসব আরম্ভ হইল। পূর্বদিকে এক বাগান বাড়ীতে উৎসবের স্থান নিরূপিত হইয়াছে। সকাল হইতেই লোক সমাগম হইতে লাগিল। বেলা ন'টা দশটার মধ্যেই কয়েক শত লোক জমা হইল। নূতন স্থানে বহু পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বেশ আনন্দ হইল। কিন্তু তখনও ঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাজান সমাপ্ত হয় নাই। পুকুরের কাছে একটা প্রশস্ত স্থানে মঞ্চ নির্মিত হইয়াছে এবং তাহার উপর বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়া প্রথম একটা আয়তন করা হইয়াছে। তাহাতে ঠাকুরদালান, নাটমন্দির, জোড়াথাম ও খিলান ইত্যাদি করা হইয়াছে। সেই কাঠামোটাকে আবার কুঁড়িফুলের মালা দিয়া সাজান হইতেছে। আমি যাইয়া প্রথমে সকলের সহিত দেখাশুনা করিয়া ঠাকুর সাজানর কাছে যাইলাম এবং স্থির হ'য়ে একমনে দেখিতে লাগিলাম। খানিকক্ষণ পরে দেবেনবাবু আসিয়া আমার পিছন দিকে দাঁড়াইলেন। তিনি মীরাট হইতে আগত দুইটী ভক্তের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহারা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া নিজেদের ইচ্ছামত ফুল দিয়া মন্দির সাজাইতেছেন। ফুলের মন্দির বা বৃন্দাবনে যাহাকে 'ফুল বাঙ্গলা' বলে, সেইরূপ করিতে তাঁহারা সুরু করিয়াছেন। একবার করিয়া কুঁড়ির মালা সাজাইতেছেন, আবার দূরে যাইয়া দেখিতেছেন এবং কোন ত্রুটি হইলেই আবার নূতন করিয়া ফুল দিয়া সাজাইতেছেন, যেন বাহ্যজ্ঞান নাই। দেবেনবাবুও সকলই স্থির হইয়া দেখিতেছিলেন এবং কোথায় কি ত্রুটি রহিল, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া সংশোধন করিয়া দিতেছেন। দেবেনবাবুর দেওয়া অভিমতগুলি বড় সুন্দর হইতেছিল। ইহাতে আমার খুব আনন্দ হওয়ায় মাঝে মাঝে দু'-একটী কথা বলিতেছিলাম, তাহাতে তিনি হাসিতেছিলেন। তারপর দেবেনবাবু স্পষ্টাস্পষ্টি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহিন্, কোন্-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খানে কি ভাল করা যেতে পারে, কি অদল-বদল করা যেতে পারে, তোমার কি মত বল না ?" আমি নিজের বিবেচনা মত দু'চারিটী কথা বলিলাম, দেখিলাম তাহা দেবেনবাবুর মনের মত হইয়াছে। তখন দেবেনবাবু এক হাতের উপর আর এক হাতের তালি দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ—সৌন্দর্য ক'টা লোক বোঝে ? এই যে, কয়টা লোক মীরাট থেকে ছুটে এসে সমস্ত রাত্রি জেগে ফুল সাজাচ্ছে, ওদের কদর ক'টা লোক বুঝলে ? এই যে, ঐটের ভিতর সৌন্দর্য ফুটে বেরিয়েছে, কয়টা লোক তার কদর করছে বা বুঝতে পারছে ? যত ভক্ত এসেছেন, কেবল প্রসাদেরই মাহাত্ম্য দেখেন, কিন্তু সৌন্দর্য ক'টা লোকে বোঝে ? কি সুন্দরভাবে সাজান হচ্ছে, ক'টা লোক তা বুঝতে পেরেছে ? সকলকেই দেখছি তো প্রসাদ কখন বেরুবে সেইজন্যই ছোঁক্ ছোঁক্ করছে। কিন্তু জিনিসটার ভিতর থেকে একটা নূতন রকমের সৌন্দর্য বেরুচ্ছে, কি একটা ভাব বেরুচ্ছে, সেটা কেউ দেখছে না বা কদর করছে না।" দেবেনবাবু তখন একেবারে মেতে গেছেন, বিভোর হ'য়ে গেছেন এবং ক্রমাগত সৌন্দর্যের কথাই বলছেন। কয়েকবার আমাকে বললেন, "তুমি ঠিক ধরেছ, এইখানে এইরকম বদলান উচিত। একটা লোক দেখছি এই জিনিসটার কদর করছে, বুঝতে পারছে। ক'টা লোক বুঝে ?" দেবেনবাবুর যে, একটা উচ্চশ্রেণীর সৌন্দর্যের জ্ঞান ছিল, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাখ্যান থেকে বুঝতে পারা যায়। তিনি নিজে যদিও চিত্রকর ছিলেন না, কিন্তু যাকে বলে 'সমজদার লোক'; তাঁর মত ঐরূপ ভাবের লোক খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ লোক হচ্ছে 'হাউড়ে'; সৌন্দর্যের প্রতি তাদের লক্ষ্য নাই, বা তাদের ভিতরে সৌন্দর্যের কোন উপলব্ধি হয় না। যে, ঠিক ঠিক ভাবে সৌন্দর্যকে বুঝতে পারে, সে ব্রহ্মকেও বুঝতে পারে। দেবেন-বাবুর এই সৌন্দর্যের জ্ঞান অতি আশ্চর্য দেখেছি।

"তাও যদি না পারি"

ইণ্টালীর স্কুল বাড়ীতে উৎসব হইয়াছে; ভিতরকার দালানে ঠাকুর সাজান হইয়াছে। ঠাকুর সাজান বেশ হইয়াছে কিন্তু কিসের যেন একটা অভাব! এদিকে গাছপালা লতাও খুব হয়েছে, কিন্তু যেন একটু নেড়া নেড়া বোধ হচ্চে। বেলা দশটা নাগাত মহেন্দ্র দে আসিলেন। তিনিও বলিতে লাগিলেন, কি একটু দোষ কোথাও হয়েছে। দেবেনবাবু ও আমি ঠাকুর দালানের মাঝখানে আসিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। অবশেষে স্থির হইল, ঠাকুরের পিছনে ছটা বা চালচিত্র না থাকায় ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে। মহেন্দ্র দে তাঁহার বাড়ী থেকে চালচিত্র বা ছটা আনতে পাঠিয়ে দিলেন, সেটা আসতেই খোলতাই হ'ল।

তারপর দেবেনবাবু বাইরের দালানে পূর্বদিকে পিছন করিয়া বসিয়া আছেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দালানের ডান-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিকে দেবেনবাবুর কাছে কয়েকজন ভক্ত বসিয়া আছেন, আমিও একটু দূরে বসিয়া তামাক খাইতেছি। সকাল থেকে একটী ভক্ত জুটেছেন, দেবেনবাবুকে প্রশ্ন করছেন, "ভগবান বা ঠাকুরের দর্শন কি ক'রে হ'তে পারে?" দেবেনবাবু সাদা-সিদা ভাবে বলছেন, "শুদ্ধাচারে নিয়মিতভাবে ঠাকুরের নাম জপ করলেই ঠাকুরের কৃপা পাইতে পারিবেন।" ভক্তটী আবার প্রশ্ন করিলেন, "তাও যদি না পারি?" দেবেনবাবু বলিলেন, "দিনান্তে একবারও তাঁর নাম জপ কোরো।" কাঁদুনী স্বুরে ভক্তটী প্রশ্ন করিলেন, "তাও যদি না পারি?" দেবেনবাবু বলিলেন, "স্নান করবার সময় একবার তাঁকে স্মরণ কোরো।" ভক্তটী আবার প্রশ্ন করিলেন, "তাও যদি না পারি?" দেবেনবাবু বলিলেন, "হেগো কাপড়ে একবার কোরো।" ভক্তটী আবার প্রশ্ন করিলেন, "তাও যদি না পারি?"

দেবেনবাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই ভক্তটী সকাল থেকে আমার মাথা খেয়ে ফেলছে, আমি তো আর বকতে পারি না। তুমি এক হাত কথা কয়ে দেখ না।" আমিও দু'একবার বলিলাম, "তুমি হেগো কাপড়েই দু'একবার নাম কোরো।" আমাকে তখনও ভক্তটী বলিল, "তাও যদি না পারি।" তখন আমি চটে গিয়েছি, বেলা বেশী হ'য়েছে, ক্ষিদে পেয়েছে, আমি তখন রুদ্রমূর্তি ধ'রে বল্‌লুম, "ওহে, এক কাজ করতে পার? ...বরঞ্চ গাল পেড়ো। যাও, তাই কোরো। এতেই তোমার হ'বে।" দেবেনবাবু খুব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জোরে তাল ঠুকিয়া হাততালি দিয়া বড় গলা ক'রে বললেন, "ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ, এই হচ্ছে এর মন্তর।" "ওহে বাপু, মহিন্ যা বল্লে তুমি তাই কোরবে, তাহলেই তোমার হ'বে, তোমার মত লোকের এই হচ্ছে মন্তর।" দেবেনবাবু হাসিয়া লুটোপুটি খাইয়া বলিলেন, "আচ্ছা মন্তর তুমি বার ক'রে দিয়েছ। এই সব লোকের এই হচ্ছে সহজ মন্তর; এদের এই সব মন্তর জপ করা উচিত।" তখন একটা হাসির ধূম পড়ে গেল। লোকটা অপ্রস্তুত হয়ে রইল। সকলেই তাহাকে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। দেবেনবাবু আমাকে বলিলেন, "আজ তুমি আমাকে বাঁচালে; আমার মাথা দপ্ দপ্ করছিল; আমি উঠে পালাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম; এই সব কাটাকাটা বোল না দিলে কি এই সব লোকের হয়? এদের সঙ্গে একটু ডাণ্ডাবাজী কর্‌তে হয়।" কিন্তু রাগের মাথায় কথাটা বলিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। আরে ছি ছি! ঠাকুরের উৎসব, অত ভক্ত ব'সে রয়েছেন, তার মাঝে কি বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিলাম। আমি উঠিয়া গিয়া ঠাকুরের কাছে জোড় হাত করিয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম, "ঠাকুর, আমার অপরাধ লইও না, এই লোকটাকে অন্য কথায় পারা যাচ্ছিল না।" এই সামান্য উপাখ্যানটীতে বুঝা যায় যে, দেবেনবাবুর প্রাণটা কত উচ্চ, ঠাকুরের প্রতি কত শ্রদ্ধাভক্তি ছিল! স্তব নিন্দা যেন একই! দুই-ই যেন তাঁর গুণ বিকাশ করছে। দুই ভাবই যেন ঠাকুরকে স্পর্শ ক'রে রয়েছে। যাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শনশাস্ত্রে বলে pleasant and unpleasant relation কিন্তু উভয়েই হচ্ছে relative. এই উপাখ্যানটীতে দেবেনবাবুর চরিত্রের অনেক দিক পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, সৌন্দর্যের অনুভূতির যে, বিশেষ ভাব তাঁহার মধ্যে ছিল, তাহা দেখিতে পাই ; দ্বিতীয়তঃ, লোকরঞ্জন অমায়িক ভাব লইয়া সমাগত সকলের সহিত সরলভাবে কথাবার্তা কহিতেছেন এবং 'সকলের নিতান্ত আত্মীয়' এইভাবে সকলকে গ্রহণ করিতেছেন। মাতব্বরী বা হুকুমদারী ভাব লেশমাত্রও তাঁর ছিল না। সকলের কাছেই যেন বিনয়ী, সংযত ; আর একটা ভাব ছিল যে, আবশ্যক হইলে উপযুক্ত জবাব দিতে পারিতেন ; বেশ কাটাকাটা বোল দিতে পারিতেন। ন্যাদনেদে মেদীভাব নয়, পুরুষালী, উপযুক্ত মর্‌দানা ভাব। আবার একটা সহজ হাস্য-কৌতুকের ভাব, সেটাও তাঁর ছিল। সেদিন ইস্কুল বাড়ীতে উৎসবের দিনে আমরা সেই ভাব দেখেছিলাম। অনেক দিকের ভাব যেন মুখে ফুটে উঠেছিল। সেদিন তাঁহার কাজে, কথাবার্তাতে, হাস্যকৌতুকে সকলে বড় সুখী হইয়াছিলেন। 'আর তাও যদি না পারি' কথাটা এখনও যেন কানে শুনতে পাচ্ছি। সেই মেদীভাবের ভক্তগিরি তিনি একেবারে পছন্দ করিতেন না।

ঠাকুর ও স্বামিজী

ঠাকুরের উৎসব। মঠে সকাল থেকে অনেক লোকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাবেশ হইয়াছে। দেবেনবাবু গঙ্গার ধারে কদম গাছটার পাশে একখানা তক্তপোশ পাতিয়া কতকগুলি লোক লইয়া বসিয়া আছেন, ইণ্টালীর উপেন দেব মাঠে বেড়াইতেছিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর ও স্বামীজিতে প্রভেদ কি? ঠাকুর তো ধ্যান, সমাধি, ত্যাগ, বৈরাগ্য এইসব কথা বলিতেন। স্বামীজির কথা হইল 'কর্ম, কর্ম' সেবাশ্রম কর, দেশে দেশে প্রচার কর, মন্বন্তরে লোকজনকে দেখা শুনা কর, মহাশক্তি মহাকর্মের ভাব। উভয়েরই ত দেখছি ভাবগত ভাবের বিরোধী মত। তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? অথচ দেখছি স্বামীজি ঠাকুরকে প্রগাঢ় ভক্তি করেন এবং তাঁহার নামে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন।" উপেন দেব এই ভাবে নানাপ্রকার কথাবার্তা তুলিল। আমি বলিলাম, "দেখ, একটাই জিনিস, একটা হচ্ছে গিয়ে Concave (অবতল) অপরটা Convex (উত্তল)।" উপেন বলিল, "সে আবার কি কথা?" আমি বলিলাম, "একটা পানের ডিবের খোল নাও। একদিক থেকে দেখ সেটা পানের গর্ত, জল রাখবার বেশ বাটি হয়; অপর দিক থেকে দেখ সেটা ঠেলে বেরুচ্ছে উপরের দিকে, একফোঁটা জল দিলে গড়িয়ে পড়ে। অথচ সেই একটাই পানের ডিবে, একখানা খোল মাত্র। একজন হচ্ছেন অব্যক্ত-শক্তির আধার মাত্র, অপরজন হইতেছেন সেই শক্তির বিকাশ-দ্বার। অব্যক্ত-শক্তি বা ভাব আছে বলিয়াই বিকাশ-শক্তির আবশ্যক হয় এবং বিকাশ-শক্তি আছে বলিয়াই অব্যক্ত-শক্তির আবশ্যক হয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উভয়েই গঙ্গার ধারে পায়চারি করিতেছিলাম এবং এই কথা চলিতেছিল। উপেন তো খুশি হ'য়ে আমায় বল্‌লে, "আচ্ছা চলুন বুড়ীর কাছে যাই, বুড়ী কি বলে শুনি।" উপেন দেব আহ্লাদ করিয়া দেবেনবাবুকে 'বুড়ী' বলিয়া সম্বোধন করিত। বুড়োমানুষ, ভক্তির লোক, সেইজন্য বুড়ী নাম দিয়েছিল। যাহা হউক, উভয়ে গিয়া দেবেনবাবুর কাছে বসিলাম। দেবেনবাবু উপেনের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া বড় আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার স্বভাবোচিত হর্ষ প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ উচ্চহাস্য ও করতালি দিয়া ঐ কথাই বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। যে সকল ভক্তবৃন্দেরা বসিয়াছিলেন, তাঁহারা 'Concave ও Convex'এর উপমা ভাল বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু দেবেনবাবু তাঁহার মধুর ভাষা ও গ্রাম্য উদাহরণ দিয়া সেই ভাবটী এমন সুন্দর করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন যে, আমি শুনিয়া মহা আনন্দিত হইলাম এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, আমার সংক্ষিপ্ত ও মার্জিত ভাষা সকলের পক্ষে নয়, অতি অল্পজনেই এইরূপ ভাষা বুঝিবে; কিন্তু দেবেনবাবুর ভাষা এত প্রাঞ্জল ও গ্রাম্য উদাহরণ পরিপূর্ণ এবং ব্যাখ্যা করিবার শক্তি এত মধুর যে, তাঁর ভাবই সকলে লইবে। এই স্থানে ইহা বিশেষ বক্তব্য যে, চলিত একটা সামান্য কথা লইয়া দেবেনবাবু এমন সুন্দরভাবে লোককে বুঝাইতে পারিতেন যে, সকলেই স্তম্ভিত ও আশ্চর্যান্বিত হইত। এই শক্তিটা তাঁর আমি বহুকাল থেকেই দেখিয়াছিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষ অবস্থায় এই শক্তিটা অতি সুন্দর অসীমভাবে পরিবর্ধিত হইয়াছিল। ব্যাখ্যা করার গুণে একই ভাব নূতন ধরণের দেখাইত। যাঁহারা তাঁহার কাছে ঘনিষ্ঠভাবে গিয়াছিলেন, তাঁহারাই বিশেষভাবে বুঝিতে পারেন। আমি তো বসে খানিকক্ষণ তামাক খেলুম আর একটু জিরিয়ে নিলুম, কারণ সকাল থেকে ঘোরাফেরা অনেক করিতে হইয়াছিল।

কবি কাহাকে বলে

এমন সময় কে একজন কথা তুলিল শ্রেষ্ঠ কবি কয়জন? আমি প্রথমে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলুম। লোকটা পূর্ববঙ্গের, নাছোড়বান্দা, অনবরত এক কথাই বারে বারে কহিতে লাগিল। তখন আমি একটু গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "বাংলা দেশে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন চৈতন্য, দ্বিতীয় কবি মাইকেল ও তৃতীয় গিরীশ ঘোষ। লোকটী হতভম্ব হইয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না, চৈতন্য তো অবতার, তিনি আবার কবি কি? তিনি আবার কবে কবিতা লিখ্‌লেন? আপনি আবার এ কি বলছেন?" তখন আমি একটু উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলাম, "দেখ, চৈতন্য কখনও কবিতায় একটী পঙ্‌ক্তিও লেখেন নাই কিন্তু তাঁহার হাবভাব, গলার স্বর, হাত-পা নাড়া, চলাফেরা সবটাই ছিল কবিত্বপূর্ণ। চৈতন্য কবি ছিলেন না বটে কিন্তু মূর্তিমান কবি ছিলেন। কবিত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তিটা যে কি এইটা বুঝতে গেলে চৈতন্যের প্রত্যেক কার্য-কলাপ ও ভাবভঙ্গিমা চোখের উপর আনিতে হয়, এইজন্য আমি বলিতেছি যে, শুধু বাংলাদেশে নয় সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কবি বা কবিত্বশক্তি বলিতে গেলে শ্রীচৈতন্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে হয়। দ্বিতীয় কবি মাইকেল—নূতন অলঙ্কার, নূতন ভাব, নূতন ভাষা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণে দেখ, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যেখানে মেঘনাদ মরিতেছে, সেখানটা লোকে বলবে যে, পাষণ্ডের মৃত্যু হচ্ছে, বেশ হচ্ছে, আবহমান ভারত সমাজ এই ব'লে এসেছে। কিন্তু মাইকেল একেবারে সবটা উল্‌টে দিলেন। বাল্মীকির সময় হইতে সকলেই রামের ওকালতী করিয়া আসিতেছে, কিন্তু মাইকেল রাবণের উকীল হইলেন এবং রাক্ষসের পক্ষ এমন সমর্থন করিলেন যে, লক্ষ্মণ ভীরু ও দোষী সাব্যস্ত হইল; ইহাই হইতেছে মাইকেলের কবিতার বিশেষত্ব। এইটা হচ্ছে মাইকেলের কবিত্বশক্তি, যাহার দ্বারা বাল্মীকির ভাব উল্‌টে দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব দেখাইলেন—তাঁর নিজের originality (মৌলিকত্ব) দেখাইলেন; তিনি এঁটোপাতা-চাটা লোক ছিলেন না, নিজের ভাব প্রচার ক'রে গিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন প্রভঞ্জন কবি। তৃতীয় কবি গিরীশ ঘোষ। বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলার, প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের এক একটী photo (চিত্র) দিয়াছেন। জেলের, গুড়হাটার-মোছলমানদের, ঢুলির, আঁতুড়ে-ঝির, বাগ্‌দীর, ভট্‌চাজ্জীর, বখাটে ছোঁড়ার, এবং মেয়েদের নানা অবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানারকমের ব্যবহৃত বহুবিধ ভাষার এক একটী photo রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের যত শ্রেণীর লোক হয়, তাহাদের কার্যকলাপ, হাবভাব, মনের উদ্দেশ্য সব এক একটী ডাঁটোভাবে রেখেছেন; যেমন পোলাওয়ের চাল হাঁড়িতে একসঙ্গে সিদ্ধ হয় কিন্তু এক একটী গোটা গোটা আলাদা তুলে নেওয়া যায়; গিরীশবাবুর লেখা ঠিক সেই রকম। গিরীশবাবুর বইতে এত রকমের ভাষার ছবি ও এত রকমের লোকের বর্ণনা আছে যে, মন দিয়া সব বইগুলি পড়া ও সমগ্র বাংলাদেশ দেখা একই হয়। এইজন্য গিরীশ ঘোষকে আমি তৃতীয় কবি বলিলাম। এই দরের কবি অপর কাহাকেও বলিতে পারি না।" আমি উত্তেজিত হইয়া এই সকল কথা কহিয়া স্থির রহিলাম এবং একজনকে ইসারা করিয়া বলিলাম, 'আমায় তামাক খাওয়াও'। দেবেনবাবু এতক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া কথা শুনিতেছিলেন, আমার কথা যেমনি শেষ হইল তিনি আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া আমার গলা ও বুকটা জড়াইয়া ধরিয়া একেবারে নিজের বুকে টানিয়া লইলেন। তারপরেই আমার গলা ছাড়িয়া দিয়া মহা আনন্দে খুব জোরে চীৎকার করিয়া হাততালি দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঠিক বলেছ, এই কথা তোমার মুখেই বেরোয়, একথা আর কে বলতে পারে? এই হচ্ছে লাখ্ টাকা দরের কথা, এই কথাই তো ঠিক। তিনটী লোকই তো বাংলার আসল কবি। যাক্, চৈতন্য যে প্রথম কবি এইটা অতি ঠিক কথা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি নীরব হইয়া রহিলাম। নিজেও ক্লান্ত হইয়াছিলাম, পান খাইতে ও তামাক টানিতে লাগিলাম। উপস্থিত সকলে দেবেনবাবুকে প্রশ্ন করিতে লাগিল, "চৈতন্য আবার কবি কি? তিনি মহাপ্রভু, অবতার, মহিমবাবু কি বলিলেন? আমরা বুঝিতে পারিলাম না।" দেবেনবাবু তখন চোখ মিট্‌মিট্ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মহিন্ যা বল্‌লে তা তোমাদের জন্য নয়, ও আমাদের জন্য; ও বললে আর আমি বুঝলাম।" এই বলিয়া দেবেনবাবু চৈতন্যের কথা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, এই জিনিসটা তখন বিশেষ লক্ষ্য করিবার ছিল যে, দেবেনবাবু যখন চৈতন্যের আঙ্গুল, হাত, ঘাড়-নাড়া প্রভৃতি বর্ণনা করিলেন তখন নিজে চৈতন্যের ভাবেতে বিভোর হইয়া যাইলেন এবং তাঁহার নিজের হাত, আঙ্গুল নাড়া যেন মহা কবিত্বপূর্ণ হইয়া উঠিল; কবিত্বশক্তি কাহাকে বলে তাহা যেন তাঁহার দেহ থেকে অনেকটা বিকাশ পাইতে লাগিল। চৈতন্যের নিজের যে কবিত্বশক্তি ছিল সেটা অকস্মাৎ কিছু পরিমাণে দেবেনবাবুর মধ্যে দেখিতে পাইলাম। আমি মহা আনন্দিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম আর মনে মনে বলিতে লাগিলাম একেই বলে কবিত্বশক্তি, কবিতা নয়, এটা স্বতন্ত্র জিনিস। তাহার পর দেবেনবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্থললিত ভাবে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আমার কড়া ভাষা কেউ তো বুঝতে পারলে না কিন্তু তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া নরম ভাষায় এমন ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন যে, সকলে মহা আনন্দিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেন। He was not the original thinker but the best expounder to the mass. In his sweet homely language, in his poetical effusion, he could make fine impression upon the mind of his listeners. যদিও তিনি মৌলিক ভাব প্রণয়ন করিতে পারিতেন না এবং philosopher (দার্শনিক) সংজ্ঞায় আসেন না কিন্তু একটা ভাবকে এমন সুললিত মধুর কবিত্বপূর্ণ ভাবে ব্যাখ্যা করিতেন যে, শ্রোতৃবর্গের মনে চিরস্থায়ী ভাব আনিত। তিনি কবিত্বশক্তিতে পরিপূর্ণ ছিলেন।

নফর কুণ্ডু

নফর কুণ্ডুর মৃত্যুর পর দেবেনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি বলিলেন, "একদিন বসিয়া আছি, একটা ছেলে আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিল। প্রথম কথা হইল, 'আমায় কি করতে হবে বলুন ?' ছেলেটীর মুখে দেখিলাম যে, কর্মের ভাব ; জ্ঞান বা ভক্তির পথে তত নয়। ছেলেটী আজ্ঞা চায় এবং আজ্ঞা পালন করিতে প্রস্তুত, যেন সৈনিকের প্রকৃতি তাহাতে রহিয়াছে। খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর আমি বলিলাম যে, গরীব তুঃখীর সেবা করিবে এইটী হইল তোমার প্রধান ধর্ম এবং গরীবের জন্য, গরীবের সেবা-উপকারের জন্য যদি প্রাণটা দিতে পার তাহা হইলে সেটা শ্রেষ্ঠ কার্য, শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া জানিও। তাহার পর ছেলেটী বিশেষ কথা কহিল না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খানিকক্ষণ পরে উঠিয়া যাইল, কিন্তু প্রথম বারেই যে কথা মুখ থেকে বাহির হইয়াছিল সেইটাই যেন তার জীবনের বীজমন্ত্র হইল। এইটাই সে জীবনে দেখাইল।" দেবেনবাবু এই কথা বলিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া গেল। খানিকক্ষণ উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে থাকিয়া নিজের মন সংযত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ছেলেটী কিছুদিন পরেই চাউল সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। রবিবারে নিজ সঙ্গী লইয়া চাউল ভিক্ষা করিয়া অর্চনালয়ে দিত এবং সেই চাউল দুঃস্থ পরিবারকে দেওয়া হইত। তাহার পর একদিন রবিবার রাস্তার ড্রেনের ভিতর হইতে দুইটী ধাঙ্গড় বাহির হইয়া আসিতে পারিতেছে না দেখিয়া নিজে সেই গর্তের ভিতর নামিল এবং ধাঙ্গড়দের প্রাণ রক্ষা করিতে যাইয়া নিজেও তাহাদের সহিত প্রাণ দিল। ইহাকেই বলে গুরুর আদেশ পালন করা। শুধু আহামরি গুরু, সাবাস গুরু, গুরুর কি মহিমা, ইত্যাদিকে গুরুভক্তি বলে না। ওগুলো হচ্ছে অকর্মণ্য কুঁড়েদের কাজ, কিন্তু গুরুর আদেশ পালন করা এবং তাহাতে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া এই হচ্ছে ঠিক ঠিক গুরুভক্তি।" এই সময় উত্তেজিত হইয়া তিনি অনেক কথা বলিতে লাগিলেন এবং নফর কুণ্ডুর অনেক সুখ্যাতি করিলেন।

হাস্য-কৌতুকের ভাব

দেবেনবাবু যখন ইচ্ছা ও আবশ্যক বোধ করিতেন তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুব নকুলে হইতেন। তিনি হাত মুখ নাড়িয়া লোককে এমন হাসাইতে পারিতেন যে, হাসিয়া সকলের পেটে ব্যথা ধরিত। তিনি কখনও গোমড়ামুখো নীরস ভক্ত ছিলেন না। পান্তা-ভাতের ভাব তাঁর একটু মাত্রও ছিল না। হাসিতামাসা স্ফূর্তি খুব করিতেন, যাকে বলে রীতিমত মজলিসী লোক, বড়ঘরের আদবকেতা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস ছিল, এটা তাঁর শেখা বিদ্যা নয়। এই হাসিতামাসা স্ফূর্তির ভিতর তাঁহার একটা গাম্ভীর্য ভাব থাকিত, ছেবলামি, বাচালতা নীরস-ভাব একেবারে থাকিত না। কিন্তু এই হাসির তরঙ্গ দিয়া তিনি একটা উচ্চভাব বুঝাইতে পারিতেন, এইটা তাঁর একটা বিশেষ লক্ষণ ছিল। আর একটা কথা এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, অনেকের কথা খানিকক্ষণ শুনিয়াই শ্রোতার একটা অবসাদ আসে এবং মনে করে কথাটা বন্ধ হইলেই নিষ্কৃতি পায়; কিন্তু দেবেনবাবুর কথার মধ্যে এমন একটা মাধুর্য ছিল যে শ্রোতার শুনিবার ইচ্ছা (interest) বরাবর সমানভাবে থাকিত। কখনও কখনও তিনি একঘণ্টা, দেড়ঘণ্টা, দুইঘণ্টা কথা কহিয়া যাইতেছেন, বরাবর একটা লালিত্য, বরাবর সমান interest থাকিত। তাঁহার কথা কহিবার এইরূপ পারিপাট্য বিশেষভাবে ছিল। যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সহিত মিশিয়া-ছিলেন তাঁহারা একথা বুঝিতে পারিবেন ও স্বীকার করিবেন।

লেখকের প্রতি টান

একবার আমার বাঁ-পায়ের হাঁটুতে বড় বাত হয়, আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলাফেরা করিতে পারিতাম না। এমন সময় ইণ্টালীর উৎসব আরম্ভ হইল, আমি যাইতে পারিলাম না। দেবেনবাবু শুনিয়া একেবারে উদ্‌বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন যাহাতে আমি সেইদিন যাই, এবং সেই লোকটীকে বলিয়া দেন যেন সে টানা সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ীতে আমাকে লইয়া যায়, যাহাতে আমার কোন কষ্ট না হয়। কিন্তু পায়ের বাত এত বাড়িয়াছিল যে, আমি যাইতে পারিলাম না, এইজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়া পাঠাইলাম। কি উৎসবে, কি অন্য সময় যখনই দেবেনবাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তখনই যেন বুকের ভিতর থেকে ভালবাসা বার ক'রে আমায় দিয়েছেন। ইহাকে মৌখিক সৌজন্য বলে না, ইহা ছিল আন্তরিক একটা টান যেটা আমি কখনও ভুলিব না।

সুষুপ্ত কবিত্ব শক্তি

দেবেনবাবু যখন কথাবার্তা কহিতেন বা কোন ঘটনা বর্ণনা করিতেন তখন শ্রোতার মনকে অজ্ঞাতসারে সেই বিবৃত স্থানে লইয়া যাইতেন এবং প্রত্যেক বস্তু স্পষ্টভাবে দেখাইতেন। কিরূপে তৎস্থানে ব্যক্তি সকল কথাবার্তা কহিতেছে, হাত নাড়িতেছে, মুখভঙ্গি করিতেছে এবং গলা খেঁকারি দিয়া আপন আপন ভাব প্রকাশ করে, তিনি স্পষ্টভাবে তাহার নকল দেখাইতেন। অতীত ঘটনা তিনি শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে স্পষ্ট-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে আনিতে পারিতেন এবং দেশ ও কাল পরিহার করিয়া অতীতকে বর্তমানে পরিণত করিতে পারিতেন ; এইজন্য দেবেন-বাবুর কথা এত মধুর হইত এবং শ্রোতারা সমান আগ্রহের সহিত শুনিত, কোন স্থলেই বিষাদ বা অবসাদ আসিত না। এই শক্তিকে কবিত্বশক্তি বলে। ভাষা তাঁহার কালোপযোগী হইত, স্বাভাবিক অবস্থায় যে ব্যক্তি যে ভাবে কথা কহিয়া থাকেন, তিনি বর্ণনাকালে সেইরূপ ভাষাই সেইরূপ লোকের মুখ দিয়া বলাইতেন এবং নিজে যেন অভিনয় করিতেছেন, সেইভাবে তিনি বসিয়া বর্ণনা করিতেন। ইহাকে বলে সুষুপ্ত কবিত্ব শক্তি। আমি বাগবাজারে গিরীশবাবুর বা বলরামবাবুর বাটীতে দেবেনবাবুর কথা কহিবার এই শক্তি লক্ষ্য করিয়া-ছিলাম এবং যখন তিনি ইণ্টালীতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন তাঁহার এই শক্তি অতি সুন্দররূপে পরিবর্ধিত হইয়াছিল। এই সুষুপ্ত কবিত্বশক্তি যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। তিনি যদি কবি হইবার প্রয়াস করিতেন, সম্ভবতঃ তিনি উৎকৃষ্ট কবি হইতে পারিতেন কারণ তাঁহার কথাবার্তা সবই নভেল লেখার ধরণে হইত। তিনি সামান্য মাত্র কয়েকটা স্তব ও গান লিখিয়া-ছিলেন তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক (inborn) কবিত্বশক্তির আভাষ মাত্র পাওয়া যায়। বোধহয় এই শক্তিটা তাঁহার বংশেরই ধারা। তাঁহার অগ্রজ ৺সুরেন্দ্রনাথ একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন। তাঁর লেখা ‘মহিলা’ ও ‘সবিতা-সুদর্শন’ পাঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া এখনও অনেকে আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু অবস্থার বৈগুণ্যে দেবেনবাবু সে শক্তি বিকাশ করিতে পারেন নাই, এইজন্য নিঃসন্দেহে আমি একথা বলিতে পারি যে, তিনি একজন mute poet (সুষুপ্ত কবি) ছিলেন।

'কদরদান' বা গুণগ্রাহিতা

যাহাকে 'কদরদান' বা গুণগ্রাহিতা শক্তি (Appreciative mind) বলে, দেবেনবাবুর মধ্যে তাহা বিশেষভাবে ছিল। যে কোন লোক, যে ভাবেরই হউক না কেন, বা যে কোনও অবস্থারই হউক না কেন, দেবেনবাবুর কাছে গেলে তার গুণটা যাচাই হইত। লোকটীর অনেক গলদ থাকায় সকলেই তার উপর অন্তরে বিরক্ত, কিন্তু কোথায় তাহার একটা লুকান গুণ রহিয়াছে, সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারিত না। দেবেনবাবু তার দোষগুলির দিকে না চাহিয়া কোথায় তার একটী সামান্য গুণ আছে, তাহা ধরিতে পারিতেন এবং তাহার সেই গুণের দিক দিয়া তার মনটা তুলিতে এবং যাহাতে তাহার উন্নতি হয়, সেই বিষয়ে চেষ্টা করিতেন। এই রূপেই তিনি অধিকাংশ স্থলে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

এই 'কদরদান' গুণ তাঁহার বরাবর ছিল। আমি বহু দিন আগে থেকেই তাঁহার এই গুণ লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থায় এই গুণটী বিশেষ ভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় গিরীশবাবুরও এই গুণটী বিশেষ ভাবে ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি 'কদরদান' করিতেন বলিয়াই নানাশ্রেণীর লোক একত্র করিয়া রাখিতে পারিতেন। গিরীশবাবু নিজে গুণী লোক ছিলেন, এই জন্যই অপরের গুণ গ্রহণ করিতে পারিতেন। গিরীশবাবুর যদি গুণের তালিকা করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার 'কদরদান' গুণটী সর্বপ্রথমে উল্লিখিত হইবে।

আর দেখেছিলুম অজাতশত্রু ব্রহ্মানন্দ স্বামীর মধ্যে এই গুণটী বিশেষভাবে ছিল। রাখাল মহারাজ অপরের সামান্য গুণ থাকিলেও তাহার কদর করিতেন, কিন্তু তাহা তিনি কখনও তাহার সম্মুখে উল্লেখ করিতেন না। অন্তরালে অপরের সম্মুখে সেই ব্যক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। অজাতশত্রু রাখাল মহারাজের স্বভাব অতি গম্ভীর ছিল এবং তিনি অতি সংযতবাক্ পুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই গুণটী অতি তীক্ষ্ণভাবে থাকায় তিনি অল্প সময়ের মধ্যে অপরের গুণ বুঝিয়া লইতে পারিতেন, এবং যাহাতে তাহার উন্নতি হয়, সেইজন্য তাহার নাম না করিয়া নিরপেক্ষভাবে সেই বিশেষ গুণটীর কথা বলিয়া যাইতেন। তাহাতে সেই ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সুষুপ্ত গুণটী ফুটিয়া উঠিত এবং সেই পথ ধরিয়া চলিয়া তাহার উন্নতি হইত। অপরাপর অনেকের ভিতর 'কদরদান' গুণটী আছে বটে, কিন্তু দেবেনবাবু, গিরীশবাবু ও রাখাল মহারাজের ভিতর এই গুণটী বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত। এইজন্য সর্বপ্রকারের ভালমন্দ লোক এই তিন জনের কাছে অত ঝুঁকিত। ইহাই ছিল এই তিন জনের আকর্ষণী শক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকর্ষণী শক্তি

দেবেনবাবুর প্রাণের ভিতর একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল— তিনি সকলকে আপনার করিয়া লইতে চাহিতেন। সকলেই যেন তাঁর নিজের পরিবারভুক্ত, কেহ তাঁহার বাহিরের আলাপী বন্ধুমাত্র এরূপ ভাব তাঁহার ছিল না; স্বজন অর্থে তাঁহার স্বগোষ্ঠী ছিল। বাগবাজারে দেখিতাম তিনি তাঁর স্বগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ চিন্তা করিতেন এবং সেই ব্যক্তি উপস্থিত হইলে উপযুক্ত পরামর্শ দিতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই ভাবটা খুবই বাড়িয়াছিল। তাঁহার শেষকালের অবস্থা দেখিতাম যে, ভিতরটা গ'লে গিয়ে যেন স্রোতের মত বহিতেছে, সকলের জন্য যেন প্রাণটা হাঁকুপাঁকু করিতেছে। আমার প্রতি যে তাঁহার এরূপ অমায়িক ভাব ছিল তাহা ব্যক্তিগত ভাব নহে, তাহা সকলের জন্য। যে সকল লোককে অপরে নিকটে বসিতে দেয় না, সেই সকল 'ওঁছা' লোককেও দেবেনবাবু স্থান দিতেন এবং আদর করিয়া কথা কহিতেন, আর সেই সকল ওঁছা লোকের ওঁছা কথা তিনি শুনিতেন ও মিষ্টভাবে উত্তর দিতেন। ইহাকে তাঁহার সহ্যগুণ বলিব কি আর কিছু বলিব, কিছু ঠিক করিতে পারি না। আমি তো এক সময় রাগিয়া গিয়া দু'একটা কড়া কথা বলিয়া ফেলিতাম, কারণ অসহ্য সে সকল লোক, ও অসহ্য সে সকল কথা। দেবেনবাবু হাসিয়া আমায় কয়েক-বার বলিয়াছিলেন, "ওহে, এদেরও একটু একটু মঙ্গল দেখতে হয়, তাড়িয়ে দিলে দাঁড়ায় কোথা? এদের কি জগতে কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থান আছে? সাতঘাট ঘুরে কোন জায়গায় এক গণ্ডুষ জল না খেতে পেয়ে তবে তো এখানে এসেছে। এদের তাড়ালে হবে কেন? এই ওঁছা-দের জন্যই তো তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) এসেছিলেন। সেইজন্য এই ওঁছাগুলোকেই বেশী ডাকি, এদের ভিতর তাঁর ভাব ঢুকিয়ে দেওয়াই তো তাঁর কাজ।” আমি দেখলাম যে, দেবেনবাবুর কি অসীম সহ্যগুণ এবং প্রাণটা ভালবাসায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দেবেনবাবু একদিন আমায় বলিলেন যে, ইণ্টালীর সন্নিকটস্থ অধিবাসী মুসলমান নরনারী ছেলেপুলে লইয়া, ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোকেরা এবং ইহুদীরা তাঁহার কথা শুনিতে আসে। আমি বলিলাম, “সে কি? মোছলমান, ফিরিঙ্গীরাও আসে?” দেবেনবাবু বলিলেন, “হাঁ হে, তারা বেশ ভক্তি ক’রে আসে এবং মন দিয়া ঠাকুরের কথা শুনে। অনেকে দেখছি ঠাকুরকে বেশ শ্রদ্ধাভক্তি করে।” আমি তাহা শুনিয়া বলিলাম, “এ যে নূতন কথা শুনছি।” তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “হাঁ হে, তারা বিকালবেলা সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে আসে।” আমি মনে মনে কহিতে লাগিলাম ‘লোকটীর কি আকর্ষণ শক্তি হইয়াছে, ইনি সকল লোককে টানতে পারেন! আমি শুনে ভারি আহ্লাদ করিতে লাগিলাম। ইহাই তাঁর জীবনের বিশেষ নিদর্শন।

দেবেনবাবুর উপদেষ্টার ভাব

ভক্তিমার্গের উপদেষ্টাদের মধ্যে অনেকের ভিতর এই ভাবটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা ভক্তবৃন্দের কাছে হতাশ, নিরাশ, বিষন্নভাবে কথা কহিয়া থাকেন। "আর ক'দিনের জন্যই বা বেঁচে থাকা, জগতে তো আর কিছুই নাই। সবই তো কষ্টময় জীবন!" এই সকল কথা কহিয়া থাকেন। যাহাকে ইংরাজীতে বলে morbid, melancholia or despondency। এই ভাবটাই তাঁহাদের ভক্তির প্রধান অঙ্গ। ইহার নাম হইল ত্যাগ, ইহার নাম হইল বৈরাগ্য। নিজেদের ভিতরের এই বিষণ্ণ ভাবটী তাঁহারা ভক্তবৃন্দের অন্তরে প্রবেশ করাইয়া দেন এবং ভক্তগুলিও সেইরূপ নির্জীব, নিস্তেজ, জীবন্ত পুত্তলিকাবৎ হইয়া থাকে। যাহাকে চলিত কথায় বলে 'পাত্‌কোভূত' ধরিয়া দেওয়া—এই প্রকার ভক্তি-উপদেষ্টারা 'পাত্‌কোভূত' ধরাইয়া দেয়। তাহাতে হয় কি? কতকগুলি হস্তপদ বিশিষ্ট অর্দ্ধজীবিত, মৃত-প্রায় ভক্ষণশীল মাংসপুত্তলিকা মাত্র সৃষ্টি হয়। এইজন্য জ্ঞানমার্গীয় লোকেরা এই প্রকার ভক্তিমার্গীয় লোকদিগকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। 'পাত্‌কোভূতের' ভয় দেখান তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না।

দেবেনবাবু যদিও ভক্তি মার্গের লোক ছিলেন, তাঁহার ভাব অন্য প্রকার ছিল। তাঁহার কথাবার্তা লোকের ভিতর বিষাদ, বিষণ্ণভাব না আনিয়া হৃদয়ের মধ্যে নূতন শক্তির সঞ্চার করিত। কর্ম্ম করিতে উদ্যম আনিত। দীপ্তিময় তেজঃপূর্ণভাব শ্রোতার মধ্যে উদ্ভূত হইত। কখনও বা গম্ভীরভাবে কথা কহিয়া, কখনও হাস্যকৌতুক করিয়া কখনও বা একটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া তিনি শ্রোতার হৃদয়ে উচ্চভাব উচ্চ-আকাঙ্ক্ষা ও প্রজ্বলিত শক্তির উদ্রেক করাইয়া দিতেন। এইজন্য নানা শ্রেণী ও জাতির লোক তাঁহার নিকট যাইত, কথা শুনিত এবং সকলে বুকে আশ্বাসবাণী লইয়া ফিরিত। যাহাকে চলিত কথায় বলে 'রসে বসে' দেবেন্দ্রনাথের ভাব সেইপ্রকার ছিল। যদিও তিনি ভক্তিমার্গীয় লোক ছিলেন কিন্তু কর্ম ও জ্ঞানের ভাব তাঁহার ভিতর প্রজ্বলিত ছিল। ভক্তি সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হইলে স্বভাবতঃই জ্ঞান ও কর্মের ভাব আসিয়া যায়, এইটা দেবেনবাবু বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছিলেন। বিষণ্ণ, হতাশ, রোরুদ্যমান ভক্তিমার্গের লোক হইতে দেবেনবাবুর এ বিষয়ে পার্থক্য ছিল।

লীলা অবসান

একদিন (বাং ২৭শে আশ্বিন ১৩১৮ সাল) বেলা নয়টার সময় দ্রুতপদে একজন লোক আসিয়া আমাকে বলিল, "দেবেনবাবুর অন্তিমকাল উপস্থিত, আপনি সত্বর ইণ্টালী যান।" আমি তৎক্ষণাৎ উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে ইণ্টালী চলিলাম। পথিমধ্যে পথ ভুলিয়া গিয়া খানিকক্ষণ ঘুরিয়াছিলাম। যাইয়া দেখিলাম মাষ্টার মহাশয় বসিয়া আছেন, আরও দুই একটী ভদ্রলোক উপস্থিত। ভিতর বাড়ীতে বড়বাবু (হরি ঘোষ) মাথায় হাত দিয়া মেঝেতে উবু হইয়া বসিয়া আছেন, আর দেবেনবাবু আপন শয়ন গৃহে শয়ান রহিয়াছেন। হাঁপানী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও শ্বাস এত উচ্চ রবে হইতেছে যে, বাহিরের ঘর হইতেও শোনা যাইতেছে। ভক্তরা পাশে থাকিয়া দেবেনবাবুর মুখে বাতাস করিতেছে। তখন বেলা দশটা কি সাড়েদশটা, আমি ঘরে যাইয়া কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া বাহিরের ঘরটীতে বসিলাম; এমন সময় কাগজে দেখিলাম যে, একদিন পূর্বে নিবেদিতা দার্জিলিং-এ দেহত্যাগ করিয়াছেন। আকস্মিক এই সংবাদ শুনিয়া আমি বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম এবং আমার জ্বরের মতো হইল। এদিকে পাড়ার এক মুরুব্বি আসিয়া ক্রমাগত তর্জনগর্জন করিতে লাগিল যে, বৃদ্ধ রোগী—গঙ্গায় তীরস্থ করা হউক। ঘরে রাখিয়া মারা ঠিক নয়, এমন কি প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা তিনি করিলেন। আমি তো দেখিলাম মহা সমস্যার কথা, এরূপ আসন্ন সময় তীরস্থ করিলে প্রাণবায়ু পথেই নির্গত হইবে এবং সকলের কি মত না জানিয়া আমি কিছুই বলিতে সাহস করিতেছিলাম না। এমন সময় দেব-নারায়ণ বাবুদের বাড়ীর উপেন দেব আসিয়া আমায় বলিল যে, নূতন খাটে ক'রে ফুল দিয়ে সাজিয়ে নিতে হবে। দুখ-চেটের মতো নিয়ে যাওয়া হবে না। আমারও সেই মত ছিল, আমি বড়বাবুকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তাঁহার মত কি? বড়বাবু বিষণ্ণকণ্ঠে বলিলেন, "আপনারা পাঁচজনে যাহা বলিবেন তাই হবে।" বড়বাবুর কাছে কানাই রায়ও বসিয়াছিল। আমি বলিলাম, "বাইরের লোকের এত কথার আবশ্যক নাই, আমাদের যা প্রথা আছে তাই করিব। ঠাকুরঘরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাতালই হচ্ছে মহাতীর্থ স্থান, তীরস্থ করিতে হইলে ঐ স্থানেই তীরস্থ করিতে হইবে; তবে পাড়ার মুরুব্বিরা আসিয়া যখন উৎপাত করিতে আরম্ভ করিবে তখন আমি বুঝাইয়া দিব। সব করা হইবে, উপস্থিত শুধু একটা পালংখাট আনতে দেওয়া হইয়াছে, আসিলেই সব ঠিক করিয়া লইতেছি।” এমন সময় ডাঃ কাঞ্জিলাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আমি একটু সাহস পাইলাম। আমাদের ভিতরে সকলে একমত হইল এবং আমাদের যা প্রথা আছে তাই করিব স্থিরীকৃত হইল। কাঞ্জিলাল বলিলেন তাঁহার কাছে ৬কাশীধামের বিশ্বে-শ্বরের বিভূতি আছে তাহা পাঠাইয়া দিবেন। আমি কাঞ্জি-লালের গাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া অল্পক্ষণ মধ্যে আহার করিয়া বিভূতি লইয়া ইণ্টালী যাইলাম; পৌঁছাইতে প্রায় সাড়েবারটা একটা হইয়াছিল। দেবেনবাবুর তখন প্রাণবায়ু শেষ হইয়াছে, ঠাকুরঘরের চাতালের সম্মুখে একটা বিছানা করিয়া শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যখন ঈষৎ নীল বিভূতি মাখাইয়া দেওয়া হইল, তখন যেন যৌবনকালের রং ফুটিয়া বাহির হইল। কি সুন্দর চেহারা তখন হইল! আমি তাঁহার যৌবনকালে তাঁহাকে বিশেষভাবে দেখিয়াছিলাম এইজন্যে মনে একটা আহ্লাদ আসিল। তখন তাঁহাকে নূতন গরদের কাপড় পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, নূতন গরদের চাদর ঢাকা দেওয়া হইয়াছে, গলায় উপবীত এবং দুই পাশে দুই ফুলের তোড়া, আর গায়ে বিভূতি লেপন; দেখিতে হইল যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাদেব ধ্যানমগ্ন হইয়া লম্বভাবে শুইয়া আছেন। মুখে একটুও বিকৃত ভাব নাই, এমন সুন্দর চেহারা হইয়াছিল যে, আমি ফিরে ফিরে দেখিতেছিলাম! ভক্তবৃন্দেরা বসিয়া ঠাকুরের স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন এবং আনুষ্ঠানিক মঙ্গলাচরণ হইতে লাগিল। সেই সময় অর্চনালয়ে অনেক ভক্ত পুরুষ ও মহিলারা আসিয়াছিলেন। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য এবং ছাদের উপরও অনেক স্ত্রীলোক। তারপর ভক্তেরা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা দেবেনবাবুর পায়ে দুইবার চন্দন লাগাইয়া নূতন রুমালে তাঁহার পদচিহ্ন তুলিয়া লইতে লাগিলেন। এইরূপ-ভাবে কত ডজন নূতন রুমালে তাঁহার পদচিহ্ন তোলা হইল কিন্তু কান্না বা বিষাদের কোন চিহ্ন নাই, সকলেই স্থির গম্ভীর ভক্তিতে পরিপূর্ণ।

এদিকে বেলা তিনটা বাজিল, নূতন পালংখাট আসিল এবং প্রচুর পরিমাণে ফুল ও ফুলের তোড়া আনা হইল। আমি বলিলাম, "আর একটা জিনিস আবশ্যক, খই, কড়ি, পয়সা রাস্তাতে ছড়াইতে হইবে।" সকলেই তাহাতে সম্মত হইল। অবশেষে সাড়ে-তিনটা বা চারটার সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে আমরা দেহ লইয়া গলি থেকে বাহির হইলাম। সকলেরই শুধু পা, জনসংখ্যা অনেক হইয়াছিল এবং সঙ্গে একদল খোল-করতালওয়ালা লইয়া যাওয়া হইল। স্থির হইল যে, ভবানীপুরের ভক্তদিগকে লইয়া কেওড়াতলার ঘাটে যাওয়া হইবে। আমরা যখন সংকীর্তন-সহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খই, কড়ি ও পয়সা ছড়াইতে ছড়াইতে ধীরে ধীরে যাইতে-ছিলাম, দেখিলাম বস্তির ভিতর থেকে হিন্দুরা তো সকলে বাহির হইল এবং প্রণাম করিল, কিন্তু আর এক আশ্চর্যের বিষয় দেখিলাম যে, যখন মুসলমানদের বস্তিতে যাইলাম মুসলমানেরা আসিয়া সেলাম করিল, এমন কি মুসলমান স্ত্রীলোকেরা বাহির হইয়া ভক্তিভাবে সেলাম করিতে লাগিল এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাত ধরিয়া সেলাম করাইতে লাগিল। বুঝিলাম নিকটস্থ মুসলমানেরাও দেবেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাভক্তি করিত। তারপর ফিরিঙ্গীপাড়াতে আসিলাম; ফিরিঙ্গী পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালকবালিকারা সকলে রাস্তায় আসিয়া মাথায় হাত দিয়া সেলাম করিতে লাগিল। এস্থলে একথা বলা আবশ্যক যে, মধ্যবয়স্কা মুসলমান স্ত্রীলোকেরা যখন রাস্তায় আসিয়া সেলাম করিতেছিল তখন আর পর্দার অবরোধ কেহ মানিল না। তারপর ইহুদীপাড়ায় আসিলাম, ইহুদী পুরুষ ও স্ত্রী রাস্তায় আসিয়া বিশেষ সম্মান দেখাইতে লাগিল। এইরূপে আমরা খানিক যাইতেছি এমন সময় একটী ইউরোপীয় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ একখানি ভাল গাড়ীতে করিয়া যাইতেছিলেন, তিনি দেখিবামাত্রই নিজের গাড়ী থামাইলেন এবং গাড়ী হইতে নামিয়া মস্তকের টুপি খুলিয়া হাতে লইয়া মাথা নত করিয়া ভক্তিভাবে রাস্তার একপাশে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং আমাদের দল সেই স্থান অতিক্রম করিয়া যাইলে তিনি পুনরায় প্রণাম করিয়া মাথায় টুপি দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইলেন। চেহারায় বোধ হইল লোকটী গ্রীক্ জাতীয় ও ব্যবসায়ী। যাহা হউক, ইউরোপীয় ভদ্রলোকেও এইরূপ সম্মান দেখাইয়াছিল। তারপর ইউরোপীয় পাড়ায় প্রবেশ করিলাম তখন কীর্তন বন্ধ হইল এবং আমরা সার্কুলার রোড দিয়া Cemetery-র সম্মুখ দিয়া যাইয়া একেবারে ভবানীপুরে গিয়া পড়িলাম। নগ্নপদে বহুদূর চলিতে চলিতে অনেকের পায়ে ব্যথা হইয়াছিল; এদিকে প্রায় অপরাহ্ণ হইতেছিল, ভবানীপুর পার হইয়া যখন কেওড়াতলার দিকে যাইলাম তখন রাস্তা ভাঙ্গা ও চারিদিকে বাঁশের বেড়া দেওয়া রহিয়াছে। আমরা এক পাশ দিয়া চলিলাম। দেখিলাম কলিকাতার সন্নিকট স্থানেও অজ পাড়াগাঁ আছে—মেটেঘর গোলপাতার ছাউনী, চারিদিকে পুকুর, ডোবা, জঙ্গল বেষ্টিত। আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালেই কেওড়াতলার ঘাটে পৌঁছিলাম। ইতিপূর্বে খবর পাইয়া বহু লোক আসিয়াছিলেন; আন্দাজ তিন শত হইতে চারিশত হইবে। মঠ থেকে খোকা মহারাজ গিয়াছিলেন। তাহার পর ব্রাহ্মণোচিত পিণ্ডাদি সমাপন করিয়া অগ্নি-সংস্কারের ব্যবস্থা করা যাইতে লাগিল। আচোট জমি একটী বাহির করা হইল এবং সেইস্থানে চুল্লী কাটিয়া কাঠ সাজান হইল। একজন লোক আপত্তি তুলিল যে, গরদের কাপড় ও চাদর খুলিয়া লওয়া হউক। এই বলিয়াই সে পালঙ্ক হইতে দেহ তুলিয়া কাপড় বদলাইয়া চিতার উপর তুলিতে চেষ্টা করিল। আমি তাহাতে একটু ক্ষুব্ধ হইলাম এবং সক্রোধে বলিলাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তোমার গুরুর ব্যবহার করা কাপড় চাদর মুদ্দফরাসে ব্যবহার করিবে এটা তোমার সহ্য হইবে, আর তোমার গুরুকে কাচা কাপড় পরাইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করাইবে! একখানা চাদরের মায়া ছাড়িতে পারিতেছ না? তোমার এমন ছোট মন!" আমার একটু বিরক্তভাব দেখিয়া সে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। বড়বাবু ও কৃষ্ণ আমার সহিত একমত হইলেন। আমি বলিলাম, "খাটে যেমন ফুল সাজান আছে ঠিক তেমন থাকিবে। সাজান একটুও ভাঙ্গা হইবে না। সবসুদ্ধ খাটখানা ধরিয়া চিতার উপর বসাইয়া দেওয়া হইবে। এইরূপ প্রথা আমাদের বরাবর চলিয়া আসিতেছে। আমাদের এখানেও চলিবে।" বড়বাবু ও কৃষ্ণ এই কথায় বিশেষ হর্ষিত হইল এবং তদ্রূপই করা হইল। তখন আমরা দেবেনবাবুর চরণে মাথা ঠেকাইয়া শেষ বিদায় লইলাম। তাহার পর বহ্নি প্রজ্বলিত হইল।

এদিকে সকলে ঘিরিয়া বসিয়া প্রথমে রাম নাম স্বুরু করিল, একসঙ্গে অনেক লোকে কীর্তন করায় খুব জমিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি হইল, শনিবার বলিয়া তারপরে শ্যামা-বিষয়ক গান ও কালী-কীর্ত্তন স্বুরু হইল। সকলে ভক্তিভাবে শ্মশানে বসিয়া খুব কালী-কীর্ত্তন করিতে লাগিল এবং পুনরায় বহ্নিকে শেষ প্রণাম করিয়া অনেকেই একে একে ফিরিতে লাগিলেন। আমি ও খোকা মহারাজ সিমলায় ফিরিয়া আসিলাম। এইরূপে দেবেনবাবুর অগ্নি-সংস্কার শেষ হইল।

ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ! শিব ওঁ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ঘণ্ট

(ব্যক্তিবাচক শব্দের)

উপেন (উপেন দেব দেখ)
উপেন দেব ৩৩, ৩৪, ৫০
কাঞ্জিলাল ডাঃ ৫১
কানাই রায় ৫০
কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ২৩
কৃষ্ণ ৫৫
খোকা মহারাজ ৫৪, ৫৫
গিরীশচন্দ্র ঘোষ ১৩, ১৫-১৮, ২০, ২১, ৩৫, ৩৭, ৪৩-৪৫
গিরীশবাবু (গিরীশচন্দ্র ঘোষ দেখ)
গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩, ৬
চৈতন্য (শ্রীচৈতন্য দেখ)
ঠাকুর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেখ)
তারকনাথ দত্ত ২, ৩
দেবনারায়ণবাবু ৫০
দেবেনবাবু (দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার দেখ)
দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ৩, ৬-১৩, ১৫-২১, ২৩-৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৮-৫৩, ৫৫
নফর কুণ্ডু ৩৯,
নরেন্দ্রনাথ ৩, ৬-৮, ১০, ১৩-১৮
নিবেদিতা, সিষ্টার ৫০
নেপোলিয়ান—১৫
পরমহংস মশাই } শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেখ
পরমহংস মহাশয় } শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেখ
বড়বাবু (হরিঘোষ দেখ)
বর্তমান লেখক ১৫, ২১, ২৭-৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৭-৩৯, ৪৪-৪৭, ৪৯-৫৫
বাল্মীকি ৩৬
বিবেকানন্দ স্বামী (নরেন্দ্রনাথ দেখ)
বিশ্বনাথ দত্ত ৩, ৬
বুড়ী (দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার দেখ)
বুদ্ধ ১০
ব্রহ্মানন্দ স্বামী ৪৫
মহিন } (বর্তমান লেখক দেখ)
মহিম } (বর্তমান লেখক দেখ)
মহেন্দ্র দে ২৯,
মাইকেল ৩৫, ৩৬,
মাষ্টার মহাশয় ৪৯
মেঘনাদ ৩৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগেন মহারাজ (যোগানন্দ স্বামী) ৯, ১১, ১৫, ২১,

রাখাল মহারাজ (ব্রহ্মানন্দ স্বামী দেখ)

রামদাদার বাড়ী ৪, ৬, ৭,

শরৎ মহারাজ (সারদানন্দ স্বামী) ১৫

শ্রীচৈতন্য ৩৫-৩৮

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ৪, ৫, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৩, ১৭, ২০, ২১, ২৫, ২৬, ৪৭, ৫২

সুবোধানন্দ স্বামী (খোকা মহারাজ দেখ)

সুরেন্দ্রনাথ (মজুমদার) ৪৩

স্বামিজী (নরেন্দ্রনাথ দেখ)

হরি ঘোষ ৪৯, ৫০, ৫৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থকারের কতিপয় প্রকাশিত পুস্তক

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৩৷০
২। কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ (২য় সংস্করণ)	২৲
৩। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ (প্রথম খণ্ড, যন্ত্রস্থ)	
৪। শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী	৩৲
৫। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী (যন্ত্রস্থ)	
৬। ব্রজধাম দর্শন	১৷০
৭। বদরীনারায়ণের পথে	২।০
৮। নিত্য ও লীলা (বৈষ্ণব দর্শন)	১৲
৯। মায়াবতীর পথে	১৲
১০। মাষ্টার মহাশয়	৸০
১১। পাশুপত অস্ত্রলাভ	৫৲
১২। গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত)	১৷০
১৩। গুপ্ত মহারাজ	৷০
১৪। শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান (২য় সং)	৷০
১৫। দীন মহারাজ	৷০
১৬। পশুজাতির মনোবৃত্তি	৸০

THE MOHENDRA PUBLISHING COMMITTEE
3, Gour Mohon Mukerjee Street,
CALCUTTA-6.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi